Calcutta University
urnal of Information Studies

PARTMENT OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE
UNIVERSITY OF CALCUTTA

INTRODUCTORY NOTE

The Department of Library Science was established in 1945-a one year Diploma Course was started mainly for the persons already working in different libraries. This was the second University course in India after Madras University. In 1969 the Diploma Course was replaced by a one year bachelor Degree course. In 1974 a two year day time Master's Degree course was also started (M.Lib.Sc.) This was unique in more than aspect. It was a two year course, whereas other Indian Universities opted for one year Master's Degree Course. The Course was more academic in nature than technical. Many of the prominent libraries and library scientists were associated with the course. They include such person as Messrs. B.S. Kesavan, Nihar Ranjan Ray, Biswanath Banerjee, Subodh Kumar Mookherjee, Pramil Chandra Bose, Ajit Kumar Mukhopadhyay, Benoyendra Sengupta, Bimalendu Majumdar and many others. During these past 5½ decades, several thousand (around four thousand) students were the output and many of them are well placed in their respective professional fields.

In the wake of the Golden Jubilee Celebration of the Department a decision was taken for a Golden Jubilee publication. Ultimately for different reasons the Celebration Committee could not publish the materials and requested the Department to take up publication of the materials collected. In the mean time the University made a small annual grant for publication of a departmental journal . It was also observed that the teachers and the Students of the Department on many occasions produced a good number of reports and articles worthy of publication. Therefore the Departmental Committee of Library and Information Science resolved to publish at least one publication in a year in the form of a serial.

This is the first issue comprising articles of our ex-teachers and ex-students mainly on the theme of memorablia. An appendix has been added as a directory of teachers of the Department from the inception to the present. In this connection it may be said that attempt has been taken to publish a short list of directory information about the students of the Department.

INTRODUCTORY NOTE

As this issue is mainly based on the materials collected for the Golden Jubilee Publication, the activities of the Golden Jubilee Celebration Committee have been included in this issue to record the programmes of the celebration of the Department.

In future issues we shall try to publish best quality review articles, tutorial articles, profiles of the personalities in Library and Information Science, and research articles. The Board of Editors invite quality articles either in English or in Bengali along with abstracts or summaries in both English and Bengali from the established and prospective authors.

Library and Information Science (LIS) education is a professional education and it is a specialised area of human training. Accordingly it has a concrete content and objectives in the same way as the training taken by teachers, chemists, doctors, engineers, management personnel and industrial technicians. Preparation of librarianship and information work requires a mastery of the body of knowledge and techniques utilised in library and information operations, and services which constitute the discipline "Library and Information Science". This involves an understanding of the historic and current functions of the library to collect, organise, preserve and transmit for both immediate and continuing use the record of civilization, an appreciation of the social, educational, cultural and utilitarian role of libraries in a civilized society, a knowledge of the content, characteristics, purpose and use of recorded materials, and the ability to apply information techniques, understanding and appreciation to planning and executing an effective programme of library and information service for a given channel at a given time, in a given situation, and in productive relationship with other libraries, information centres and agencies which have the same or similar aims.

The primary aim of education for library and information science should be the training of the intellect in matters pertaining to human knowledge and information and its goal should be the achievement of the highest wisdom in promoting the utilisation of knowledge and information for the benefit of mankind.

Report of the Curriculum Development Committee in Library and Information Science, UGC, 1993

স্মৃতিচারণ

প্রমীল চন্দ্র বসু

বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্র অনুযায়ী আমার কাজে যোগদানের তারিখ হল ১লা এপ্রিল, ১৯৩৫, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীকে আশুতোষ ভবনে তার জন্য নব নির্মিত নিজস্ব আবাসে স্থানান্তরকরণকে উপলক্ষ করেই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি। কোন নিয়োগপত্র ছাড়া উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৌখিক নির্দেশেই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিই, পরে অবশ্য সিণ্ডিকেট থেকে এই নিয়োগ আনুষ্ঠানিক ও বিধিসঙ্গত করে নেওয়া হয়। স্থানান্তরকরণের কার্যপদ্ধতি, আলোচনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য ১লা এপ্রিল, ১৯৩৫ তারিখের দিন কতক আগে থেকেই আমাকে আনুষ্ঠানিক এবং অনিয়মিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হতো। পরে আমি আনুষ্ঠানিক ও নিয়মিতভাবে আমার কাজ শুরু করি ১লা এপ্রিলের পরে—১৯শে এপ্রিল থেকে। সেই বছর ১৯ শে এপ্রিল গুডফ্রাইডের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির দিন থাকলেও দিনটা ভাল বলে উপাচার্যের ইচ্ছা ও নির্দেশ মত ঐ দিনই আমি কাজ আরম্ভ করি। তবে ১৯ শে এপ্রিলের আগে থেকেই আমি যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত শুরু করি, সেইহেতু উপাচার্যের নির্দেশেই আমি ১লা এপ্রিল থেকেই হাজিরা খাতায় নিজের নামের স্বাক্ষর করেছিলাম।

আমি যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিই তার অনেক আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সঙ্কটজনক স্থানাভাব ছিল। প্রায় তিন লক্ষাধিক গ্রন্থকে আশুতোষ ভবনের নতুন গ্রন্থাগারে পুনরায় স্থানান্তরিত করার পেছনে আমার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি অবসর গ্রহণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেকে নিযুক্ত রেখে ছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মে নিযুক্ত হবার প্রাক্কালে তৎকালীন রেজিস্ট্রারের মারফৎ উপাচার্য আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করতেন, আমি কত বেতন চাই। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে আমি আগাগোড়া উদাসীন থাকায় সেই সুযোগ কখনই গ্রহণ করিনি।

আশুতোষ বিল্ডিং এর চারতলায় যে নতুন লাইব্রেরী নির্মিত হয় তাতে তিনশ এর বেশী পাঠকের বসবার স্বতন্ত্র আসনযুক্ত দক্ষিণমুখী বিরাট এবং প্রশস্ত এক পাঠগৃহ ছিল। অথচ বিশাল গ্রন্থাগারে প্রবেশ করার অথবা ঐ গৃহ থেকে বাইরে আসার জন্য একটি মাত্র দরজা ছিল। সুতরাং কোন কারণে গ্রন্থগৃহে দৈবাৎ যদি অগ্নিদগ্ধ ঘটে এবং যে আগুন যদি গ্রন্থ গৃহ থেকে বাইরে আসার পথের মুখে হয় তাহলে সে সময়ে গৃহের অভ্যন্তরে থাকা লোকদের অগ্নিদগ্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। এই চিন্তা সর্বপ্রথম আমাকেই নাড়া দিয়েছিল, অথচ যে সব স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার, লাইব্রেরী

বিশেষজ্ঞ মিলে সমস্ত প্ল্যান করেছিলেন তাদের অগোচরেই থেকে গিয়েছিল। পরে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর দৃষ্টিগোচরে আনার পর, তার নির্দেশে বিখ্যাত কন্ট্রাক্টর মার্টিন বার্ন কোম্পানীর প্রায় সদ্য তৈরী করা খুব মজবুত পাথরের ন্যায় শক্ত দেওয়াল ভেঙ্গে নতুন আর একটা দরজা বানানো হয়েছিল।

১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে প্রাথমিক অবস্থায় মাসিক পঁচাত্তর টাকা বেতনে একজন সাময়িক কর্মী হিসাবে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি। সেই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন শ্রী বসন্ত বিহারী চন্দ্র। আমি যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করি, সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সহকারী লাইব্রেরীয়ানের পদ ছিল না। শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একশ টাকা থেকে শুরু করে আড়াইশ টাকা পর্যন্ত বেতন ক্রমের দুজন নতুন কর্মীর পদের সৃষ্টি হয়। তার জন্য সিণ্ডিকেট অতঃপর লোক নির্বাচন করার জন্য এক কমিটি গঠন করেন, যাতে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব উপাচার্য ডব্লিউ, এস, আর্কুহার্ট; সিণ্ডিকেটের অন্যতম সদস্য শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস এবং রেজিষ্ট্রার। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মত শ্রীবিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় এবং আমি ঐ পদ দুটিতে যোগদান করি। তার প্রায় এক বছর পরে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালে বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় লণ্ডনে যান এবং সেখানে লাইব্রেরিয়ানসিপের ডিপ্লোমা নিয়ে ১৯৩৯ সালে ফিরে আসার পর ১৯৪০ সালে তিনি সহকারী লাইব্রেরিয়ানের পদ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ডেপুটি লাইব্রেরিয়ানের পদে যোগ দেন। ১৯৪৪ সালে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় রাণী বাগীশ্বরী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হওয়ায় উপগ্রন্থাগারিক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন এবং আমি তখন ডেপুটি লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হই। অতঃপর ১৯৫২ সালে শ্রীবিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে অন্যত্র চলে যান এবং তখন আমিই অস্থায়ী ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হই। কিছুকাল পরে ঐ পদ স্থায়ীভাবে পূরণের জন্য সংবাদপত্র মারফৎ আবেদন পত্র আহ্বান করা হয় এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুপারিশ মত আমিই ঐ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হই এবং ১৯৬৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্বভার সঠিকভাবে পালন করি।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে দ্বাদশ স্থায়ী উপাচার্যকে কর্মরত থাকতে দেখেছি। ঐ সকল ব্যক্তির সান্নিধ্য ছাড়াও আর যে সমস্ত বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসেছিলাম তারা হলেন—অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ডক্টর হরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, ডক্টর কালিদাস নাগ, ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়, অধ্যক্ষ অনাথ নাথ বসু, অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু, অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার, ডক্টর সরোজ কুমার দাস, অধ্যাপক জিতেন্দ্র প্রসাদ নিয়োগী, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, বিচারপতি লর্ড উইলিয়ামস, মিঃ ডবলিউ. লি. ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ডক্টর শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশ প্রমুখ।

বাল্যকালে আমি টাকী গভর্নমেন্ট স্কুলের ছাত্র ছিলাম এবং সর্বনিম্ন শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ

শ্রেণী পর্যন্ত বরাবর আমি ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ পেয়েছিলাম। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর কলকাতায় সিটি কলেজে দুবছর যখন আই.এস.সি. পড়তাম তখনও আমি ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ পেতাম। কলেজে ভর্তি হবার পর দাদাদের কাছ থেকে মাসিক মোট দশ টাকা আর্থিক সাহায্য পেতাম এবং তার দ্বারাই নিজের সব খরচের সঙ্কুলান করতাম।

প্রথম আমার সাথে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের সাক্ষাৎ হয় এম.এ. পড়ার সময়। এর পর ১৯৩৫ সালে আমি যখন কাজে যোগ দিই তখন রাধাকৃষ্ণান বাবু দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন, পরে অন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেই সময় ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় সবেমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হয়েছেন। আগে থেকেই নীহারবাবু রাধাকৃষ্ণাণ সাহেবের পরিচিত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। লাইব্রেরীতে নীহারবাবুর ঘরে তিনি প্রায়ই আসতেন, ক্রমে আমার সাথেও তাঁর পরিচয় হয় এবং এইভাবে আমি দীর্ঘদিন তাঁর সান্নিধ্যলাভ করেছিলাম।

১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের যিনি গর্ভনর ছিলেন এবং পরে পদাধিকার বলে যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন, সেই ডক্টর হরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯২০ সালে, যখন ডক্টর মুখার্জী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ সমূহের পরিদর্শক ছিলেন। পরে অবশ্য অনেকবার তিনি লাইব্রেরীতে নিজে এসে বই সংগ্রহ করতেন এবং অনেক সময় নিজে এসেই জমা দিতেন। এই সুবাদেই আমার সাথে তাঁর সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়। পরে ডক্টর মুখার্জী পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর নিযুক্তকালীনও আমার সঙ্গে পূর্বের মতো সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। দার্জিলিং শহরে 'স্টেপ এসাইড' বাড়ীতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস পরলোকগমন করলে সেখানে সরকারী উদ্যোগে যখন একটি পাবলিক লাইব্রেরীর পরিকল্পনা করেন, তখন ঐ লাইব্রেরীর জন্য বাংলা ও হিন্দী বই-এর তালিকা তৈরী করার ভার ডক্টর মুখার্জী আমার উপরেই দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে কয়েকজন পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশকের এবং লাইব্রেরীর আসবাব পত্র সরবরাহকারীর তালিকাও প্রস্তুত করতে বলেন যারা বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে ঐ লাইব্রেরীর জন্য বই এবং আবসবাবপত্র দিতে স্বীকৃত হবেন।

পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালকের কাজে এবং অন্যান্য কাজে আমি বহুবার রাজ্যপালের সাথে দেখা করার জন্য রাজভবনে গিয়েছি। আমার অনুরোধেই ডক্টর মুখার্জী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পৃষ্ঠপোষক হতে সম্মত হয়েছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। এর পরের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুও পরিষদের পৃষ্ঠপোষক হতে সম্মত হয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবনে কিছু সংখ্যক বিখ্যাত ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমি অর্জন করেছিলাম। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত, একদা প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমনসঙ্গী ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য প্রথিতযশা অধ্যাপক ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাদের মধ্যে একজন।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৩৮ সালে, যখন তিনি দ্বিতীয় দফায় পদার্থবিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক হিসাবে, উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

প্রমীল চন্দ্র বসু

বিখ্যাত পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না এলেও আমার সাথে তার পরিচয় ছিল এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডাইরেক্টর থাকাকালে একবার বৈজ্ঞানিক সংস্থার লাইব্রেরিয়ান পদে প্রার্থী নির্বাচন কমিটির সদস্য হিসাবে একসাথে কাজও করেছিলাম। ডক্টর বোসের পর পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপক পদে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা। সেই সময় বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকদের তাদের নিজেদের বই সংগ্রহের জন্য কলেজ স্ট্রীটে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আসার বড় একটা প্রয়োজন হত না। বিজ্ঞান বিভাগের গ্রন্থাগারগুলি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধীনে থাকলেও তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের ব্যাপারে তারা ছিল নিজ নিজ বিভাগীয় প্রধানের অধীনে। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান থাকায় বিভাগীয় লাইব্রেরীর ব্যাপারে এবং নিজের প্রয়োজনেও তিনি মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আসতেন। আর যেই সূত্রেই আমার সহিত তাঁর পরিচয়।

১৯৩৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন সংস্কৃত, পালি, চীনা, তিব্বতীয় প্রভৃতি ভাষায় পণ্ডিত এবং বৌদ্ধ ও অনান্য শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেবার পর লাইব্রেরীতে প্রায়ই আসতেন নিজের কাজে। বেশী সময় কখনই থাকতেন না, সুতরাং তাঁর সাথে আমার যোগাযোগ কমই ছিল। কিন্তু আমি যেদিন অস্থায়ী থেকে স্থায়ী লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হই, তাঁর চিঠির মারফৎ পণ্ডিত বিধুশেখর বাবুই সর্বপ্রথম এতে খুশি হয়েছেন একথা বলেছিলেন।

আমার প্রতি গভীর প্রীতিভাবাপন্ন ছিলেন আর এক ব্যক্তি যার নাম ডক্টর কালিদাস নাগ, যিনি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক। তারই সাহচর্যে আমি লর্ড উইলিয়মের সান্নিধ্যে এসেছিলাম, যিনি তখন কলিকাতা হাইকোর্টের একজন জজ এবং কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির একজন সক্রিয় ও ক্ষমতাশালী সদস্য ছিলেন। লর্ড উইলিয়াম লাইব্রেরীতে শিফ ক্যাটালগ ও কার্ডক্যাটালগের মধ্যে কোনটির উপকারিতা বেশী সে বিষয়ে আলোচনার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে আমাকেই বেছে নিয়েছিলেন। লর্ড উইলিয়ামের ধারনা ছিল যে শিফ ক্যাটালগই আদর্শ। কিন্তু আমি যখন আমার যুক্তির দ্বারা তাকে বোঝাতে পেরেছিলাম সে কার্ড-ক্যাটালগই হল শ্রেষ্ঠ ফর্ম, তখন আমার মতামতকেই তিনি বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পরে আমার ইচ্ছা থাকলে এশিয়াটিক সোসাইটিতেআমি যুক্ত হতে পারি, একথাও তিনি আমাকে বলেছিলেন এবং এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যে পারিশ্রমিক দেয়, প্রয়োজনে তার থেকে বেশী দিতেও তারা ইচ্ছুক একথাও তিনি বলেছিলেন। কিন্তু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারিকের পদ ত্যাগ করে লর্ড উইলিয়ামের সেই প্রস্তাবে রাজী হইনি।

অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায় ছিলেন একজন চমকপ্রদ এবং বিতর্কিত পুরুষ। যখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ান অথবা বাগীশ্বরী অধ্যাপক ছিলেন, কিংবা যখন তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, গ্রন্থগারিকতা শিক্ষণ ডাইরেক্টর, পরিষদের সভাপতি ইত্যাদি বিভিন্ন পদের অধিকারী ছিলেন, তখন তার খুব সান্নিধ্যে আসার সুযোগ অর্জন করেছিলাম আমি। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন লাইব্রেরীর কাজকর্ম নিয়ে তিনি খুব একটা মাথা ঘামাতেন না।

সেই সব কাজকর্ম দেখাশোনার ভার অনেকটা আমাদের উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। সে সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অবৈতনিকআংশিক সময়ের অধ্যাপক হিসাবে অধ্যাপনাও করতেন। ঐ বিভাগের তাঁর ছোট ছোট ক্লাসগুলি তিনি লাইব্রেরীতে নিজের ঘরেই নিতেন। ডক্টর রায় ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান থাকলেও পরে একবছর ইংরেজ সরকারের বিশেষ আইনে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ ছিলেন। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী রীডার, বাগীশ্বরী অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান, কলা বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রভৃতি নির্বাচিত হন। অবশেষে ১৯৬৫ সালে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বর্গীয় সুশীল কুমার ঘোষের স্মৃতি রক্ষা করে পরিষদের উদ্যোগে প্রতি বৎসর 'সুশীল ঘোষ বক্তৃতাশালা' নামে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ বক্তৃতা মালার প্রথম বক্তৃতা দেবার জন্য আমিই প্রথম অনুরুদ্ধ হই। ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ বক্তৃতার ব্যবস্থা হয় এবং ১৪ই ও ১৫ই ফ্রেব্রুয়ারী দুদিনে তা বের হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল "বিংশ শতকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙালী"। নীহার বাবুই ঐ বক্তৃতা সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন। ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে আমি যদিও তাঁর অধস্তন কর্মী ছিলাম তথাপি তিনি সর্বদাই আমাকে প্রীতিভাজন সহকর্মীর মর্যাদা প্রদান করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ সময়ের কার্যকালে আমি যে সকল উপাচার্যের সান্নিধ্যে এসেছি তাঁদের নিজের পড়ার জন্য লাইব্রেরিতে এসে বই নিয়ে যেতে আমি মাত্র একজনকেই দেখেছি। তিনি ছিলেন খাঁ বাহাদুর অজিজ-উল-হক সাহেব, যিনি ১৯৩৪ সালের ৮ই আগষ্ট থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হন। উপাচার্য নিযুক্ত হবার পর খাঁ সাহেব যেদিন প্রথম লাইব্রেরীতে আসেন সেদিন লাইবেরিয়ান ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় ও সহকর্মী, সহকারী লাইব্রেরিয়ান শ্রীবিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় লাইব্রেরীতে না থাকায় আমার সাথে তাঁর দেখা হয় এবং আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত লাইব্রেরী দেখিয়েছিলাম। এইভাবে আমার সহিত তাঁর আলাপ হয়, আলিগড়, ওসমানিয়া প্রভৃতি ভারতীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ভারতের বাইরের কোন মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠক্রম ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের এবং ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ সংক্রান্ত কোন ক্যালেণ্ডার বা অন্য কোন এই জাতীয় মুদ্রিত পুস্তকাদি লাইব্রেরীতে থাকলে, তিনি আমাকে তাঁর নিজস্ব রুমে পাঠিয়ে দেবার জন্য বলেন। পরে অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য জেনেছিলাম। উদ্দেশ্যটি হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির পাঠক্রম ও বিভাগ খোলা।

মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহন করার পক্ষে আজিজ-উল-হক বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিষয়ে প্রয়াসের মূলে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। পরে তিনি যখন দিল্লীতে গর্ভনর জেনারেল কাউনশিলের সদস্য নিযুক্ত হন তখন তিনি আমাকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এবং

এখন বাজারে পাওয়া যায় এমন তিন-চারশ বই-এর একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলেন। তালিকাটি প্রস্তুত করে দেবার পর সেগুলি কোন বই-এর দোকানে অর্ডার দেওয়ার ভারও তিনি আমাকে দেন, কারন জরুরী কাজে তখন তাঁর দিল্লী যাবার কথা। পরে অবশ্য আমি পার্কস্ট্রীটে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের উল্টোদিকে অবস্থিত পার্ক বুক ব্যুরো বলে যে বই দোকান আছে সেখানে গিয়ে বই-এর তালিকাটি দিই। পরে তারা সেই বইগুলি তাঁর জন্য দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন।

উপাচার্য আজিজ-উল-হকের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়। পরে অবশ্য তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদও অলঙ্কৃত করেন।

১৯৪৪ সালের ১২ই মার্চ তারিখে উপাচার্য হিসাবে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কার্যকাল শেষ হলে ১৩ই মার্চ থেকে ডক্টর রাধাবিনোদ পাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। পূর্বে ডঃ পাল যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন সেই সময়ে এম.এ ক্লাসে আমি তার সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলাম এবং তিনি আমাকে ঘনিষ্ঠভাবে না হলেও চিনতেন। ডঃ পালের কার্যকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরিয়ানশিপের ডিপ্লোমা কোর্স গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যা এখন ডিগ্রী কোর্স নামে খ্যাত, সেটি প্রবর্তন করা হয়।

ডঃ রাধাবিনোদ পালের পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে এলেন কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আইন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৪৬ সালের ১৩ই মার্চ তারিখে। উপাচার্যের ভাই শ্রীবিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় অমার সহকর্মী ছিলেন। সেইসূত্রে তাঁদের বাড়ীতে আমি কদাচিৎ গিয়েছি। আশ্চর্যের বিষয় বিশ্বনাথবাবু লাইব্রেরিয়ান পদে উন্নীত হবার পূর্বে ও পরে লাইব্রেরী সংক্রান্ত কাজকর্মে প্রমথবাবু সবসময় আমাকেই আহ্বান করতেন। আমাকে তিনি পরিমল বলেও ডাকতেন।

এক অভূতপূর্ব এবং দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৪৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর অধ্যাপক প্রথমনাথ বন্দোপাধ্যায় উপাচার্যের পদ ত্যাগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ দিনই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে দীর্ঘদিন সংযুক্ত এবং কলকাতার এক খ্যাতনামা ও প্রভাবশালী নাগরিক শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস দুবছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী উপাচার্য নিযুক্ত হন। শ্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন বঙ্গীয় সরকারের পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাসের পুত্র।

শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস উপাচার্য থাকাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততঃ দুজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের মৃত্যু হয়। উভয়ের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো, তাদের একজন ছিলেন বহুবিষয়ে জ্ঞানবান এবং স্বদেশী যুগের একনিষ্ঠ সংগঠক অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার। তিনি আমেরিকায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে সেখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার সময়ে ঐ দেশে আকস্মিক ভাবে পরলোক গমন করেন। অপর অধ্যাপক হলেন ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ। তিনি সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স বেশী না হলেও নবীন ও প্রবীন অনেক গবেষক ও অধ্যাপক তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি এক কঠিন ব্যাধির কবলে পড়েন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারের মূল্যবান গ্রন্থগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে দেওয়া হয়। মূল্যবান হলেও ঐ গ্রন্থসমষ্টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়,

ডক্টর ঘোষ এক দুরারোগ্য, কঠিন, ব্যধিগ্রস্ত অবস্থায় ঐ সকল গ্রন্থ ব্যবহার করেছেন—এই যুক্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের এক অংশ ঐ সকল গ্রন্থ স্পর্শ করতে এবং তাদের সূচীকরণ ইত্যাদি কাজ করতে অসম্মত হওয়ায় কিছুকাল গ্রন্থগুলি গ্রন্থাগারের আলমারীতে বন্ধ অবস্থায় থাকে। পরে সেগুলি সংশোধিত ও জীবানুমুক্ত করে নিয়ে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নিজেরাই তার সূচীকরণ ইত্যাদি করার কাজ শুরু করলে তখন অন্য কর্মীরা ঐ কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অবশ্য গ্রন্থাগারের এই সমস্যার কথা আমরা কখনই জানাইনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে যাঁরা আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট হিসাবে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে চাইতেন তাঁদের বার্ষিক দশ টাকা চাঁদা অথবা সারাজীবনের জন্য একসঙ্গে একশ পঞ্চাশ টাকা দিতে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিভুক্ত রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট হিসাবে নাম লেখানো গ্রাজুয়েটেরা নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার, নিজেরা নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াবার অধিকার এবং অন্যান্য কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। উপাচার্য শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাসের উদ্যোগে ঐ বার্ষিক চাঁদা দশ টাকার জায়গায় নামিয়ে দু টাকা এবং সারাজীবনের চাঁদা হিসাবে একশ পঞ্চাশ টাকার পরিবর্তে মোট ত্রিশ টাকা ধার্য হয়, এবং ফলে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাসের সময়ে নানা ধরনের ঘটনা এবং নানা তালগোলের ভিতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম চলছিল। এমন সময়ে শ্রী বিশ্বাস কিঞ্চিদধিক মাত্র সাত মাস উপাচার্য পদে কাজ করার পর অকস্মাৎ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন মন্ত্রকে Minister of State পদলাভ করে, ১৯৫০ সালের ১০ই মে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ ত্যাগ করলেন এবং আচার্য তথা গভর্নরের মনোনয়নে ১২ই মে থেকে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী উপাচার্য নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টিকাল থেকে ১৯৫০ সালের ১২ ই মে পর্যন্ত নিযুক্ত ৩৮ জন উপাচার্যের সকলেই ছিলেন অবৈতনিক। সেই অবৈতনিক উপাচার্যের ধারায় শেষ উপাচার্য ছিলেন বিচারপতি শ্রী শম্ভুনাথ ব্যানার্জী। ১৯৫১ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সর্বপ্রথম বেতনভোগী উপাচার্য নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। সেই আইনের ভিত্তিতে নিযুক্ত প্রথম উপাচার্য শ্রী ব্যানার্জী হলেও, কোনদিনই তিনি সেই বেতন গ্রহণ করেন নি।

উপাচার্য শ্রী ব্যানার্জী সকল বিষয়ে কঠোরভাবে নিয়ম কানুন মেনে চলতেন। একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরীক্ষায় একটি বিশেষ বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীরা অধিক সংখ্যায় অকৃতকার্য হচ্ছিল। নিয়ম ছিল যে কোন একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরীক্ষার্থীদের এক বছর পরে পুনরায় সকল বিষয়ে পরীক্ষা দেবার পর প্রত্যেক বিষয়ে উত্তীর্ণ হলে এবং সামগ্রিকভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক নম্বর পেলে তবেই তাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে গণ্য করা হবে। একবার ঐ পরীক্ষায় পূর্বোক্ত বিশেষ বিষয়টিতে একজন পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অলিখিত নিয়ম ছিল, অন্য সকল বিষয়ে ভালোভাবে পাশ করে কোন পরীক্ষার্থীর একটি মাত্র বিষয়ে পাশের জন্য মাত্র দু-এক নম্বর কম থাকলে তাকে ঐ দুই বা এক নম্বর grace mark বা

অনুদান হিসাবে দেওয়া হত। ঐ বছর পরীক্ষার ফল চূড়ান্ত পর্যালোচনা কালে ঐ অলিখিত নিয়মের উল্লেখ করে প্রযোজ্য স্থলে ঐ grace mark দেবার প্রস্তাব উপস্থিত হলে উপাচার্য বলেন, ঐ নিয়ম কোথায় লেখা আছে দেখান। এটা একটা অলিখিত নিয়ম সে কথার উল্লেখ করা হলে এবং কমিটির অন্য সকল সদস্য একযোগে ঐ প্রকার grace makr দেবার প্রস্তাব সমর্থন করলেও তিনি কিছুতেই লিখিত নিয়মের বহির্ভূত প্রথা মানতে রাজী হলেন না, ফলে সেবার খুব অল্পসংখ্যক পরিক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের বই কেউ সময় মত ফেরৎ না দিলে, এই ফেরৎ না দেওয়া পর্যন্ত বই গ্রহণকারীকে তাগিদপত্র দেবার নিয়ম ছিল। কোন রকম ব্যতিক্রম না করে প্রয়োজনে আমি সকলকেই পুনঃ পুনঃ তাগিদপত্র প্রেরণ করতাম, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে বহুদিন যাবৎ দু-তিন খানা বই ফেরৎ না হওয়ায় তাঁর নামে যথারীতি তাগিদপত্র যেত। অবশেষে হয়ত পুনঃ পুনঃ তাগিদপত্র পাওয়ায় তিনি অস্থির হয়ে ঐ বইএর দাম কত জানতে চাইলেন। তাঁকে দামের কথা জানানো হলে ঐ পরিমান টাকার একটি চেক তিনি পাঠিয়ে দিলেন। যথাসময়ে এবং যথানিয়মে বিষয়টি লাইব্রেরী কমিটিকে জানানো হলে কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে উপাচার্য আমার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে বলেন, "এ ব্যক্তি তো সাংঘাতিক লোক। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছে?" তবে দুঃখের বিষয় নিয়ম মেনে চলার নীতি দৃঢ়ভাবে পালন করার জন্য তাঁর উপরোক্ত উক্তিটি লাইব্রেরিয়ানের প্রশংসাসূচক অথবা মুখ্যমন্ত্রীকে বিরক্ত করার জন্য সেটি বিরক্তিসূচক ছিল সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল না।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র এবং অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের একজন অতিপ্রিয় ছাত্র ছিলেন। আমি যে দ্বাদশ স্থায়ী উপাচার্যের আমলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলাম, সেই দ্বাদশ উপাচার্যের মধ্যে একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছাড়া ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের মত এত সদা সক্রিয় এবং দ্রুতকাজকর্ম সমাধানে তৎপর অন্য কোন উপাচার্যকে দেখি নি। ডক্টর ঘোষের উপাচার্য পদে নিযুক্তির খবর বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছালে ডক্টর বীরেশ চন্দ্র গুহকে বলতে শুনেছিলাম, 'ইনি এমন একজন মানুষ, যিনি কাউকে অলস থাকতে দেবেন না"।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী লাইব্রেরিয়ান অন্যত্র চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ায় এখানে অস্থায়ী ব্যবস্থায় কাজ চালালে প্রতিষ্ঠানের কাজের এবং অগ্রগতির ক্ষতি হয়। কিন্তু এদিকে কারও লক্ষ্য ছিল না। বাস্তববাদী ডক্টর ঘোষ উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিলেন এবং লাইব্রেরিয়ান পদে প্রার্থীর জন্য সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে শীঘ্রই বিধিমতে স্থায়ী লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করলেন।

ডক্টর ঘোষ উপাচার্য নিযুক্ত হবার পূর্বে কোন এক ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানের কয়েক মাসের জন্য অষ্ট্রেলিয়া যাবার সুযোগ পাবার পূর্ণ সম্ভাবনা হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্মে শিথিলতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেরিত চিঠি ভারত সরকারের দপ্তরে

পৌঁছাতে বহু বিলম্ব হওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঐ সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়। আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী গ্রন্থাগারিক। আমি ঐ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানতাম না।

পরে ডক্টর ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিযুক্ত হয়ে আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষ একদিন আমাকে তাঁর ঘরে বললেন, "আমরা কাল সিণ্ডিকেট থেকে তোমাকে বিদেশে যেন কোথায় পাঠালাম"। অনুসন্ধানে জানলাম একদল ভারতীয় লাইব্রেরিয়ানকে পাঁচ মাসের জন্য আমেরিকার লাইব্রেরী ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য আমেরিকায় পাঠানোর উদ্দেশ্যে আমেরিকার ভারতস্থ দূতাবাস থেকে ভারত সরকারের কাছে কিছু লাইব্রেরিয়ানের নাম সুপারিশ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। তদনুসারে ভারত সরকার কতিপয় প্রতিষ্ঠান সহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও নাম সুপারিশের চিঠি দিয়েছেন। ঐ চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে কালবিলম্ব না করে উপাচার্য বিষয়টি সিণ্ডিকেটের গোচরে আনেন এবং সিণ্ডিকেট থেকে আমার নাম পাঠানো হয়। উপাচার্য ডক্টর ঘোষ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তৎপরতার সাথে এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। নচেৎ পূর্ববারের মত এবারও হয়ত সুযোগটি নষ্ট হয়েই যেত।

ডক্টর ঘোষ উপাচার্য থাকাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী সান্ধ্য বাণিজ্য বিভাগটি স্থায়ী হলে, বাণিজ্য বিভাগের অস্থায়ী লাইব্রেরীর ব্যবস্থা লাইব্রেরীর অস্থায়ী কর্মীবৃন্দ সহ স্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে নানাভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ যুক্ত থাকলেও এবং নানা কর্মক্ষেত্রে তার কর্মপ্রকৃতির বৃত্তান্ত আমি অবগত থাকলেও ডক্টর ঘোষের সাথে আমার ব্যক্তিগত কোন পরিচয় ছিল না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে আসার পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই সব বিষয়ে তাঁর গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী, দ্রুত কার্য সম্পন্ন করার আগ্রহ, বই বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দানের অসাধারণ ক্ষমতা লক্ষ্য করে আমি চমৎকৃত হলাম। ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে তার হৃদয়ের উষ্ণতা অনুভব করতেও আমার বিলম্ব হল না। বহুপূর্বে উল্লেখ করেছি সেবা বৃত্তির মনোভাব নিয়েই আমি গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলাম। বাস্তব জীবনে অনেক দুর্লঙ্ঘ্য বাধার জন্য সন্তোষজনক পরিস্থিতি ও পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ায় সকল বিষয়ে স্বচ্ছন্দচিত্তে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এতদিনে মনে হল অনেক বাধাই এবার সহজে অপসারণ সম্ভব হবে। লাইব্রেরী জগতের প্রতি ডক্টর ঘোষ আকৃষ্ট এবং সজাগ ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থ সমস্যায় পীড়িত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অবস্থান স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এবং ভারত সরকারের শিক্ষাজগতের বিনিময়ের এক পরিকল্পনায় ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে আমি আমেরিকা যাত্রা করি। সেখানে আধুনিক গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমি যখন নবীন উৎসাহ এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে থাকি তখন ঐ বৎসরের এপ্রিল মাসে আমি আমেরিকা থেকে উপাচার্য ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষকে একখানি চিঠি লিখি। আমার চিঠি পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তার উত্তর দেন এবং তাতেই তিনি যে এপ্রিলের মাঝামাঝি

বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিল্লীতে চলে যাবেন তা বলেন। এই কথা জানার পর আমার মন খুবই দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল।

আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসার পথে আমি লণ্ডন, প্যারিস, জেনেভা, রোম এবং এথেন্সে কয়েকদিন থেকে ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতায় এলাম। উপাচার্য ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ আমি ফিরে আসার আড়াই মাসেরও অধিককাল পূর্বে কলিকাতা ত্যাগ করে তার নতুন কার্যভার গ্রহণ করে দিল্লীতে চলে গেছেন। সম্ভবত তাঁর সাথে আমার আর কখনও দেখা হয় নি। কিছুদিন পর ১৯৫৯ সালের ২১ শে জানুয়ারী ৬৪ বছর বয়সে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে ডক্টর ঘোষের দেহাবসান ঘটে।—

"গ্রন্থাগারে" নিয়মিত ভাবে প্রমীল চন্দ্র বসু রচিত
"স্মৃতিচারণ" নামক লেখাগুলি থেকে সংকলিত।

In his reminiscent essay, P. C. Bose recalls his memories of the past from the inception of the library and information science department.

পুস্তক পাঠ ও পাঠের উদ্দেশ্য

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পাঠক আসে বই পড়বার জন্যে। তার নিজের পছন্দ মত বই বেছে নেবে। এই হ'লো সাধারণ নিয়ম। কিন্তু গ্রন্থাগারকে অনেক সময় এই নিয়ম ভঙ্গ করতে হয়। প্রথমতঃ যারা পড়তে জানে অথচ বই পড়ে না এরূপ ব্যক্তি যদি বই পড়বার জন্যে গ্রন্থাগারে আসে, তাদের পড়বার জন্যে কি ধরনের বই পড়তে দেওয়া হ'বে এটা একটা সমস্যা। আবার এমন ব্যক্তি আছে যারা পড়তে জানে অথচ কি বই পড়বে তারা ঠিক করতে পারে না। এটাও একটা সমস্যা। আবার যারা নিয়মিত বই পড়ে তারা কি বই পড়ে এবং কিধরনের বই তাদের হাতে তুলে দেওয়া প্রয়োজন সেটাও একটা সমস্যা। সুতরাং পাঠের একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যটা কি, কেমন করে সেই উদ্দেশ্য পূরন করা যায় এই বিষয়টাই এই প্রবন্ধের বিষয় বস্তু।

পাঠ

বই পড়তে গেলে বই পড়ে বোঝবার মত ভাষা জ্ঞান থাকা চাই। আর কেবল মাত্র ভাষাজ্ঞান থাকলেই যে পড়বার সার্থকতা এ কথাও বলা চলে না। বই পড়ে, জানতে হবে, শিখতে হবে এবং সামাজিক অবস্থাকে বুঝতে হবে, পাঠের উদ্দেশ্য এটাই হওয়া প্রয়োজন—

পাঠের উদ্দেশ্য ঃ জানতে হবে

ব্যক্তি, যে পড়তে জানে, সে একটা বিজ্ঞাপনের বিষয়-বস্তু বুঝতে পারবে। খবরের কাগজ পড়ে নানা ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবে, এরূপ ক্ষেত্রে তার যে জানা, তা তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণ তার জানাটা সম্পূর্ণভাবে সক্রিয়। রেডিও, টেলিভিশন বা সিনেমা, দেখে বা শুনে শেখার মত শেখা নয়। কারণ সে যা শিখেছে বা জেনেছে তা সে নিজে শিখেছে। কেউ তাকে শিখিয়ে দেয়নি। "কাগজে কি বলে" এ-কথাটা থেকে মনে হয় কাগজে যা বলে তার মূল্য আছে। কাগজে খবর পড়ে পাঠক তা বিশ্বাস করে, তার মনে হয় খবরের কাগজে যা বলে তা সত্য।

পাঠের উদ্দেশ্য ঃ শিখতে হবে

শিখতে হবে। জানতে হবে। কি শিখতে হবে? কি জানতে হবে? বই পড়ে জানতে হবে, শিখতে হবে, জানতে হবে নিজেকে, নিজের সমাজকে; নিজের সৃষ্টিকে এবং তার এক মাত্র মাধ্যম

হচ্ছে বই। রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমেও শেখা বা জানা যায় কিন্তু সে জানাটা বা শেখাটা, ব্যক্তিগত বা নিজস্ব শেখা বা জানা হয় না—সেটা হবে জনসাধারণের জানার মত জানা। অনেকে বলেন Television হওয়ার ফলে গ্রন্থাগারে পাঠকের সংখ্যা কমে গেছে। কথাটা সত্যি নয়। পাঠকের সংখ্যা বেড়েছে বই কমেনি তার কারন T.V.তে কোন কোন বই দেখবার পূর্বে অনেকে সে বইখানি পড়বার জন্য গ্রন্থাগারে আসে এবং সিনেমা দেখার পরেও অনেকে বইখানি ভালো করে পড়তে চায়। জনসাধারণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এ বিষয়ে অবহিত। তাহলে শিখতে গেলে ভালো করে পড়তে হবে অর্থাৎ কেবল চোখ দিয়ে পড়লে চলবে না, চোখের সঙ্গে মনেরও সংযোগ থাকা প্রয়োজন।

চোখ দিয়ে পড়া

কয়েক ধরনের পাঠ আছে তা কেবল ক্ষনিকের জন্য। সে ধরনের পড়া হলো "চোখ দিয়ে পড়া" অর্থাৎ "চোখ রইলো বইয়ের উপর, মন রইল রান্না ঘরে বা আশেপাশের লোকের উপর।" সাধারণত ছবিতে ভরা পত্রিকা বা দৈনিকপত্র পাঠ হলো এধরনের পাঠ এরূপ ক্ষেত্রে মন এবং অনুভব করবার শক্তি ঘুমিয়ে থাকে বা অলস হয়ে থাকে। তবে পড়ার সময় সময়ের জ্ঞান থাকে না। সুতরাং এধরনের পাঠ কেবল সময় কাটানোর জন্যে পড়া ছবিওলা উপন্যাস বা এই ধরনের বই বেশীর ভাগ পাঠকই পড়তে চায়—কারন তারা চায় সস্তায় আনন্দ পেতে, সহজে উত্তেজনা পেতে, বহু পাঠক চায় নিজের মধ্যে যে শূন্যতাটা অনুভব করে তা পূরণ করতে সেই শূন্যতার হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়। পাঠক সক্রিয়ভাবে পড়ে না সে থাকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

এ ধরনের পাঠের ফলে পাঠক, দুঃখজনক প্রেরণাকে মেনে নেয় যেমন যৌন উত্তেজনা, ধর্ষন, জাতিভেদ, ঘৃণা, ইত্যাদি। এই রূপ পাঠের দ্বারা পাঠক যে এ ধরনের চিন্তা ইচ্ছা করে মেনে নেয় তা নয়—এই ধরনের প্রেরণার বিষ ক্রমশ ব্যক্তিগত মনকে বিষিয়ে তোলে পাঠকের অজান্তে। এধরনের পাঠের বিরুদ্ধে সব সময়ে রুখে দাঁড়ান প্রয়োজন—এ ধরনের সিনেমা দেখার বিরুদ্ধেও প্রচার চালানো প্রয়োজন।

হৃদয় গ্রাহী বই

এ ধরনের বইয়ে সাধারণত একটা সামাজিকতা থাকে। তোমার, আমার মত ব্যক্তিদের নিয়েই এই ধরনের বইয়ের সৃষ্টি হয়। এসব বইয়ের চরিত্রের মধ্যে পাঠক নিজেকে খুঁজে পায়-নিজের অবস্থাকে খুঁজে পায়, নিজের ঘর-সংসারকে খুঁজে পায়। এ ধরনের বই পাঠকের বুকের শূন্যতা থেকে পাঠককে মুক্তি দেয় এবং সেই সঙ্গে পাঠককে জীবনের বাস্তবতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। এ ধরনের পাঠ পাঠককে সক্রিয় করে তোলে। এ সব বইয়ের ভিতরে যে সব ইতিহাস থাকে সে-সব ইতিহাস পাঠকের বাস্তব বলে মনে হয়। মনে হয় যেন এ সব ইতিহাস তাদেরই সৃষ্ট-তারা যেন সে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। পাঠক এই সব বই পড়ে নিজেকে অন্যের মধ্যে দেখতে পায়। অন্যের দুঃখে তারা দুঃখিত হয়, অন্যের সাফল্যে তারা নিজের সাফল্যকে

পাঠকের সংস্পর্শে এসে বইয়ের বিষয়গুলি রূপায়িত হয়ে ওঠে।

একটা কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন। শৈলি এবং বইয়ের বিষয় বস্তুর পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকে। বইয়ের ভাষা সুন্দর হলেই যে বিষয়-বস্তু ভালো হবে এমন কোন কথা নেই। শৈলির সাথে বিষয় বস্তুর সম্বন্ধ থাকা চাই। মূল কথা হচ্ছে বস্তুর রূপটা ফুটে ওঠে শৈলির মাধ্যমে।

বুঝতে হবে

বইখানা ভালো লাগল, নানা ধরনের অনুভূতি মনের মধ্যে সৃষ্টি করলো— কিন্তু কেন? এই প্রশ্নটা সব সময় চিন্তা করা প্রয়োজন একখানি বই পড়ে ভালো লাগাটাই কি যথেষ্ট? যে পাঠক বই পড়ার পর চিন্তা করে কেন তার বইখানা ভালো লাগলো সেই পাঠকই বইয়ের বিষয় বস্তুকে শোধরাবার পথে অনেকটা এগিয়ে যাবে। এটা কিভাবে সম্ভব হয়? পাঠকের কল্পনাকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে "পাঠ চক্র", সেখানে বই সম্বন্ধে কোন একখানি পাঠচক্রের সদস্যদের মধ্যে নানা জল্পনা কল্পনা, এবং প্রশ্ন জাগাবার ফলে বইয়ের বিষয় বস্তু বোঝা সকলের পক্ষে সুবিধা হবে। কোন লেখকের একখানি বই পড়া হ'লো। পাঠকের কাছে বইয়ের বিষয়টাও বোধগম্য হ'লো এ-কথা ঠিক। কিন্তু কোন লেখককে ঠিকমত বুঝতে হ'লে লেখকের কয়েকখানি বইকে তুলনামূলক ভাবে পড়তে হবে। তা না হ'লে কোন লেখকের মূল বক্তব্যকে বোঝা সম্ভব হবে না। তুলনামূলক ভাবে পড়তে গেলে সেই লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনীর সহিত তার লেখার কালানুক্রমি পুস্তক সূচির প্রয়োজন—যাকে ইংরেজী ভাষায় বলে bio-bibliography. এরূপ জীবনী মূলক গ্রন্থ পাঠকের—সত্যিকারের পাঠকের খুবই কাজে লাগবে।

এমন অনেক লেখক আছেন যাদের বই পাঠক পড়তে চায়না—কারন পাঠক সে সব লেখকের বইয়ের বিষয়বস্তু ঠিক মত বুঝতে পারে না। স্বীকার করতে সাহস হয় না। কিন্তু এ-ধরনের বইগুলি বুঝতে পারলে আমরা নতুন ধরনের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হ'ব, এবং আমাদের সামনে এক নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে, সে পৃথিবীর নায়ক নায়িকারাও আমাদের অন্তরে এক নতুন ধরনের অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে। এ-জন্য নিজের চিন্তা ধারাকে নতুন পথে নিয়ে যেতে হবে। নিজের নিজের Prejudiceকে ভুলতে হবে। অমুক লেখক Communism- এর উপর লেখে সে জন্যে অমুক লেখকের বই পড়ব না একথা বলা চলবে না। কোন একখানি বই পড়ে মনের মধ্যে যে emotion এর সৃষ্টি সেই emotion এর মুখোমুখি হয়ে, অনুভূতির কারণ খুঁজে বার করতে হবে তাতে বইখানিকেও যথাযথভাবে বোঝা যাবে, নিজের রূপ যে কিরকম তাও বোঝা যাবে।

তুলনা মূলকভাবে পড়তে হবে

নিজের সৃষ্টির সঙ্গে একখানি বইয়ের সম্বন্ধ কতটুকু তা জানতে হবে। সে জন্যে তুলনামূলক ভাবে পড়া প্রয়োজন। একজন লেখকের অন্যান্য বইয়ের মধ্যে একখানি বইয়ের স্থান মূল্যায়ন

করতে হবে, এবং বইখানি আমার সমাজের অর্থাৎ আমার পিছনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগলিক, ইত্যাদির ইতিহাসের মধ্যে স্থান কোথায় বা কতটুকু তা আমাদের বুঝতে হবে। প্রথম ক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে লেখককে ভালো ভাবে জানা অর্থাৎ তার bio-bibliography'র সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লেখকের লেখা পার হয়ে আমাদের পিছনের ইতিহাসকে জানতে হবে অর্থাৎ এমন কতগুলি অবস্থা যার সঙ্গে আমাদের উপস্থিত অবস্থার কোন সম্বন্ধ নেই। সে-কারনে আমাদের অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখতে হ'বে এবং একই দেশের পুরান যুগের সাহিত্য পড়তে হবে। এ দুটি ক্ষেত্রেই কাজ করবে পাঠ-চক্র অর্থাৎ যা পাঠককে পড়তে উদ্বুদ্ধ করছে।

বিচার করতে হবে

কোন একখানি বই সম্বন্ধে একটা যথাযথ ধারনা করতে গেলে বইখানি পড়া প্রয়োজন একথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা বইখানি পড়বার পূর্বেই বইখানি সম্বন্ধে একটা ধারনা করে নেয়।

—বইখানি ভালো, নয়?

—ভীষণ ভালো

—বইখানি পড়েছ

—না—সমালোচনা হ'য়েছে খুব ভালো

অর্থাৎ তোমার বিচার তোমার নিজের বিচার নয়। অন্য কেউ কোন পত্রিকায় বইখানিকে ভালো বলেছে তাই তুমি বলছ ভালো। এইটাই হ'লো আধুনিকসমাজের মানুষের স্বভাব কারণ They think with others' thought কিন্তু I know এবং I have the knowledge of এ দুটি বাক্যের মানে এক নয়। কোন বিষয় বা বই সম্বন্ধে জানতে হলে নিজের চেষ্টায় জানতে হবে। এমন অনেক বই আছে যা কেবল প্রচারের জন্য ভালো বই বলে বাজারে চলে যায়—আবার প্রচারের অভাবে অনেক বই বাজারে স্থান পায়না— একথা সকলেই জানে। সুতরাং বইখানিকে বিচার করতে হবে, তা না করলে বইখানি ভালো কি মন্দ বোঝা যাবে না। ভালো লেখকের লেখার মধ্যেও ভুল বা দোষ থাকতে পারে—কারণ তিনি মানুষ। এই ভুলটুকু পাঠকের কাছে ধরা পড়ে যদি সে বইখানিকে Critically পড়ে সে জন্যে আবার বলি কোন একখানি বই পড়ে তা বিচার করা প্রয়োজন।

পাঠ সক্রিয় হওয়া চাই।

নিষ্ক্রিয়ভাবে পাঠের কোন মূল্য নেই। সেরূপ পাঠ কেবল সময় কাটাবার জন্য—একথা আমি পূর্বে বলেছি। সক্রিয়ভাবে পাঠের ফলে ক্রমশঃ আমি আমাকে চিনতে পারি; আমাকে ক্রমশঃ আমার মত করে গড়ে তুলতে পারি। আমি অন্য, অন্যে আমাকে যেমনটি চায় আমাকে সেইভাবে পড়তে হবে এই ধারনার বশবর্তী হয়ে বাজারে নিজেকে বিক্রি করবার বস্তুর মত করে

গড়ে তোলা নিজেকে গড়ে তোলা নয়। আমার মত করে আমাকে গড়ে তুলতে হবে, আমার প্রবণতাকে গড়ে তুলতে পারা যায় কেবল মাত্র বই পড়ার দ্বারা কারণ বইয়ের চরিত্রের মধ্যে আমি নিজেকে দেখতে পাই। বইয়ের চরিত্রের দোষ গুণ বিচার করতে গিয়ে নিজের দোষগুণকে বুঝতে পারি। আমি কতদূর কৃষ্টি সম্পন্ন তাও বুঝতে পারি। মনে রাখতে হবে যুগের ধ্যান ধারণার সমষ্টিই হলো কৃষ্টি। বই পড়ার প্রধান উদ্দেশ্য Cultural Orientation.

তাহলে জনসাধারনের গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হবে পাঠককে ক্রমশঃ এমন বইয়ের দিকে আকর্ষণ করতে হবে যা পাঠককে সাহায্য করবে নিজেকে গড়ে তুলতে, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে। মনে রাখতে হবে কেবল সময় কাটাবার জন্যে বই পড়া নয়, জীবনেব কাঠিন্য ভোলবার জন্যে বই পড়া নয়। কিছুক্ষণের জন্য নিজের অবস্থাকে ভুলে থাকবার জন্যে বই পড়া নয়।

Sta'el-এর কথায় "পাঠ হচ্ছে মানব মনের একটি অস্ত্র"। জনসাধারনের জন্য বই পড়ে স্বপ্ন দেখা চলে—এধরনের বই মানুষকে অবনতির দিকে নিয়ে যায়। বিষয় বস্তু যেখানে সত্য, ইতিহাসের পৃষ্ঠ ভুমিতে গড়ে উঠেছে এ ধরনের বই হ'লো ভালো বই তা ব্যক্তিকে প্রজাতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং পাঠের উদ্দেশ্যই হ'লো তাই।

এটা মনে রাখতে হ'বে বস্তু না থাকলে আধার থাকে না, আবার আধার না থাকলে বস্তু থাকে না।

পাঠ এবং আধুনিক সমাজ

আধুনিক মানব সমাজের মাথায় যাঁরা বসে রয়েছেন তাঁরা সব সময়ে চেষ্টা করছেন একটা সুস্থ অর্থনৈতিক অবস্থা সমাজের মধ্যে সৃষ্টি করতে তাঁরা একবারও ভেবে দেখছেন না সুস্থ অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁরা অসুস্থ মানব সমাজের সৃষ্টি করছেন অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিত্বকে বাজারের পন্যদ্রব্যের মত করে গড়ে তুলছেন অথচ মানব জীবনের সব চেয়ে বড় সার্থকতা হচ্ছে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করা। মানুষ এখন বিরাট সমাজ যন্ত্রের এক অঙ্গের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একথা তো ভুললে চলবে না মানুষের জন্য সমাজ, সমাজের জন্য মানুষ নয় যেমন পাঠকের জন্য বই বইয়ের জন্য পাঠক নয়। এর ফলে এই বিরাট সমাজ যন্ত্রের অঙ্গ বিভুত হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত হ'বার চেষ্টা করতে হচ্ছে যার ফলে মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ক্রমশঃ অচেতন হ'য়ে যাচ্ছে। মানব নিজের মানবতাকে হারিয়ে ফেলে জীবনের জটিলতাকে ভোলবার জন্যে অমানবিক অবস্থার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে জীবনকে ভোলবার চেষ্টা করছে। জীবনকে ভালোবাসতে পারছে না। যার ফলে দেশের মধ্যে, নেশা করা, অপরের জীবন নষ্ট করা; গণ-ধর্ষন ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। ঠিক এই কারণে যে দেশ যত বেশী অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করেছে সেই দেশে উপরিউক্ত অবস্থা তত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সব দেশে পাঠকের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে কিন্তু সেসব পাঠক কেবল সেই সব বই পড়ে, যে সব বই পড়ে তারা জীবনের অভাবকে Compensate করতে পারবে। সে কারনে এ ধরনের পাঠকে বলা হয় Compensatory

reading। কিন্তু আমি উপরে বলেছি পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে জানা, নিজের সমাজকে জানা, সমাজের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া তবেই সমাজের মানুষ বুঝতে পারবে ব্যক্তিগতভাবে তার মানবীয়তা কতটুকু বর্ত্তমান। তবেই মানুষ "না" বলতে শিখবে। সমাজের পরিস্থিতিকে ভাববার চেষ্টা করবে। সমাজের মধ্যে বিপ্লব, বা নতুন অভ্যুত্থান আনতে পারবে। অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে যা হয়ে আসছে সচেতন লেখকের লেখার মাধ্যমে। সুতরাং পাঠককেসমাজ সম্বন্ধে সচেতন লেখকের লেখার দিকে আকর্ষন করতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি লেখক এমন কিছু লিখতে পারেন না যার অভিজ্ঞতা পাঠকের নেই কারণ উভয়েই এই মাটিতে পা রেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। তফাৎ মাত্র এইটুকু যে পাঠকের অভিজ্ঞতা তার অবচেতনায় রয়েছে কিন্তু লেখক তার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন। সুতরাং লেখকের লেখা পড়লে পাঠকের অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হবে। তখন পাঠক আনন্দে আপ্লুত হয়ে বলে উঠবে "ঠিকই তো"।

The paper explaining heading a book, comprehending a book along with the different types of books of which some are to be taxted and some to be chewed and digested.

DEPARTMENT OF LIBRARY SCIENCE : 1945-1976
(A synopsis with related incidence)

SUBODH KUMAR MOOKERJEE

The then Govt. of India started the first Librarianship Diploma course in July 1935. The venue being the then Imperial library, Calcutta. Twenty students from all over India joined the course for 6 months training, both theoretical & practical. The then Librarian Khan Bahadur K.M. Assdulah was in charge of the course. S. Kumar, Supdt. Reading Room also took some classes.

With the rapid advancement of science and technology, expansion of education in different fields at all levels, the enormous output of the press in the form of books and journals and world-wide expansion of trade & industry, the demand for experts who are able to acquire, organise and make available necessary information is increasing every day. Librarians select, organise and index reading and audiovisual materials in all subjects & fields embracing all phase of modern life, from highly specialised research to broad programmes of mass-education and recreation. It is the task of the librarians to bring these materials and their users together in an effective way.

Professional training is a necessity for those who like to serve the community as librarians. Competent and resourceful young men and women of attractive personality, intelligence and extensive educational background who enjoy working with and for others are needed. Such persons will find in library service and information work, a suitable outlet for their talents in positions carrying good salaries and offering security, satisfaction, prestige and recognition.

Dr. Syamaprasad Mookerjee who was then at the helm of affairs, took the initiative in 1945 in consultation with the Imperial library, introduced one year Diploma course in Librarianship. Bachelors' degree in any discipline was the minimum qualification needed for admission.

As the State Govt, felt interested, they also made budget provision. Gradually from the session 1969-70, the Diploma course was replaced by one year Bachelor of Library Science course. As the course gained popularity, applications, for admission enormously increased to several thousands along with better initial qualifications, viz. first class M.A., M.Sc. and even doctorate degree holders. Selection for admission was a formidable problem, when the Indian Statistical Institute came forward to help the large number of examination scripts by .... reducing the eligible candidates to 200 and this number was further reduced by the Dept. Selection Committee by interview. The teaching staff also was increased, the number of admissions went up to a 100 and more. The U.G.C. scales come much later. The Dept. of Library Science is under the Faculty of Library Science and the Council for Post-Graduate Studies in Library Science. There is a Board of Studies in Librarianship attached to the Council for Post Graduate Studies in Library Science. The term begins in July and extends over one academic year. The detailed syllabii and other particulars will be found in the prospectus.

We have seen that number of admission at the beginning was not large and ladies were not forth comming but gradually the position changed and ladies were more in number. In the European countries 90 per cent of library jobs are held by ladies. The teaching jobs have their own attraction though, library jobs are now more popular and have their own pull, specially for scholars and those who want to handle books on various subjects and those who desire to extend the horizon of their knowledge. From my experience I may say that lady students are more serious in their study than male students, they are also more dependable. During my tenure in the Dept. we had to pass through very trying times. Politics amongst the students played a major role and disturbances went on. I hope that now the situation has changed.

I will add a few lines about the opportunity I had in teaching during my professional career of about 40 years. It was really a blessing which all do not always have. Since 1935, I spent a few months in the leave vacancies and picked up a lot of library work. From Newspaper advertisements I found that a school wanted library science tained hand to organise their school library. There was no indication as to where the school was, no information as to the renumeration. I had to apply to the Post Box No. C/o The Statesman. Within a week the reply came. The School was The Modern High School, Barakhamba, New Delhi. It was a months' job with inter class fare plus a hundred rupees. It was an

allurement for me. I showed it to the Librarian and he congratulated me. I wanted some help and he readily introduced me to the then Librarian, Puri University. He also requested him to lend me books that I may need e.g. Dewey Decimal Classification & other books. It was 1936. I had relations in Delhi and off I went to join. Cannaught Place, outer circle was then being built. Delhi was then very very cheap; was climate good and life was enjoyable. The School was a public school for both boys and girls, with swimming pool, riding class, etc.

It was run by Lala Raghubir Singh, a very rich man with forward ideas. Miss K. Bose was the Head Mistress. The staff was brilliant. My service was extended by four months more. While in Delhi I was called for interview at Baroda, under H.H. Sayaji Rao Gaekwad rule. I was selected as Librarian, Oriental Institute, under the Directorship of Dr. Beneytosh Bhattacharyya, son of Mahamohapadhya Haraprasad Sastri. Dr. Bhattacharyya was the Editor of the famous Gaekwad Oriental Series. My stay in Baroda was very very pleasant and I had quite a number of Guzrati & Marathi scholar friends. I was at Baroda for two years when I got an appointment from the Calcutta University as Assistant Librarian in the leave vacancy caused by the departure of Sri B.N. Banerjee to London to get trained in 1938. I was in the University when in 1946 I was called to join the Imperial Records (later National Archives) as its Librarian. Here also I had job satisfaction. It was funny to notice my office peon to stand up and salute me when I came in European costume but ignore me when I came in Indian dress. From here I worked on the Classification of Records after the D.D.C. I sent the paper to the American Archivist at Washington. I was surprised to find it published in its October, 1947 issue. Very few Indians had the chance of contributing to this technical journal. My article created a sensation in the office. The Editor informed me that my scheme had been accepted by many and it was translated into French in Cuba. My lien on the University job came to an end in 1949 and I had to return to Calcutta. Before my return, I had to appear in an interview for UNESCO Fellowship for a study tour of libraries in the West so that after the fellowship of 6 months, I could join as Director of the newly established Delhi Public Library, an UNESCO project. My luck was bad. There were three candidates and the interview board consisted of 3 persons viz. Dr S.N. Sen, Prof. Humayun Kabir and Dr. Santiswarup Bhatnagar. I was summarily rejected as I could not speak Hindi fluently nor could I lecture in Hindi. While in the University I received a cable from Unesco offering Fellowship for study-tour of all

types of libraries, Academic, Research and Public from October 1951 to March/April 1952.

I wrote back that I could not accept the fellowship as I had no sponsor to pay for return passage. Luckily I received the reply that the fellowship was a special one sponsored by Unesco and all expenses would be borne by Unesco. They wrote that my dossier was with them and they were impressed with my qualification and as a special favour awarded the fellowship. So that was again a good luck, for otherwise it was impossible to spend Rs. 15,000/- for return air passage. I had no entante with the university authorities. It was my first air-travel. I spent four months in England and two in Norway, Sweden, Denmark, France. I spent about 2 hours at Oxford with Dr. Radhakrishnan who was a Professor there. At that time the King of England, (GEORGE VI), died. Dr. Rashakrishnan told me that he had a lecture on that day and he had to lecture, there was no postponment. But we in India stopped all work for 2 or 3 days. In Osle I had a fine experience. It is a pity that my experience of European libraries, specially public library, Childrens' library work could not be utilised, as I had to continue my work in the University. In Stockholm a visit to the Noble Library made me feel akward. While all Noble laureate had donated a full set of their book to the Noble library, I could not find Rabindranaths' books. On enquiry I was told that India did not send the books to the Noble Institute library. It was in 1913 that Tagore received the Noble Prize in literature and more than a few thousand educated & cultured men must have visited the Noble Institute but none of them felt the absence of Tagore's books in Bengali. My first duty after returning to Calcutta was to write to Rathindranath Tagore on the point. He was then the V.C. in Viswabharati. Thanks to God, Rathibabu sent a full set of Tagores work to the Noble library. Want of Entante with Viswabharati prevented to thank me for the reminding them the awful omission, even though Noble library-authorities did thank me for the steps I took to enable them to get Tagores' complete works in the original language. Here one finds the difference between the two cultures. After reaching home, the Oxford University Press sent me a proposal to write a book on the library service in U.K. and in India which they would be glad to publish. But I replied that I would first write a book in Bengali as our language is rather poor in library science books. Books in English could follow next.

I began to write my first book in Bengali. After completing about 500 pages I showed it to some of my well-wishers and all spoke highly

about it. In the publishing world I had no friends. I sent the manuscript to Orient Longmans. They kept it for about 3 months and returned it saying that it was useless printing it as not a single copy would sell. I got disgusted and ultimately thought destroying the manuscript rather than approach people to help get it printed. The B.L.A., I thought may help as I was one of their office bearers. I offered to pay for the paper, but they did not agree. Here also entante and more entante was necessary. Ultimately Gopal Babu of Messrs. D.M. Library came forward. The book saw the light of the day. Strangely the book was very nicely reviewed by all news papers. Even the then Asiatic Society President Dr. Nalinaksha Dutt recommended it for Rabindra Prize. My publisher was glad but I turned a deafear as I knew that my first book could never dream of such a thing, besides the judges are all unknown to me and I had no entante with any of them. But the book sold well and it received an award from the University of Delhi, Narsingdas Agarwala prize, as the best book of the year in Vernacular on a scientific subject. I felt a little elated. I thought of Orint Longman's remarks. A second edition also was sold out. Next came another surprise. I with the help of my friends drew up a detailed table of Indic subjects such as Religion, Philosophy, Bengali literature, Indian History, etc. These subjects had very little scope in D.D.C. scheme. It was a problem for Indian librarians. I followed Dewey in to to. The Watumul Foundation in U.S.A. (Honululu) took up the scheme and to my surprise I got the following from them as citation in New Delhi presentation ceremony "The Watumul for your valuable contribution to Education, notably in Library Science for 1961. Your work in divising & extending the DD System to include many new Indian classifications and expansions is valuable not only in India but in other countries, specially in the United States where Colleges and Universities are constantly enlarging their library facilities and courses in Indic studies." The award compares with the Pulitzer Prize of USSR and consists of a gold medal of 250gms. and a cash of One thousand dollars.

To my utter disgust I have to confess that my dream of translating the DDC into Bengali even though approved by the Forest Press (Publishers of DDC) has not been materialised. The over run of politics as already hinted still interferes with serious work. The boys & girls all want money first before they complete the works. This shameful attitude is shocking to octo genarians like me. At this age, my faculties forsake me and I am helpless. While in service, I had written 4 or 5 books both in Bengali and English. One of them was translated into Hindi from

Lucknow. I had a talk with Dr. Poleman when he was in India. His observations did appeal to me that such venture should be taken up by the Library Association and should not be just one man show. But it is a pity that our associations are busy with trade union activities more.

After retirement I joined Jain Viswabharati (deemed to be university) to organise their library. The Jains (Svetambar) were a moneyed class and they were doing good work. I was next appointed in Orissa as Principal, Sanjay Memorial Institute of Technology, College of Library & Information Science. I found Orias hard working and progressing. One of my students from Berhampur University is now doing his Ph.D. with UGC scholarship.

I may add one funny incident before I end. The annual study tour of our students—though not compulsory—has been a popular event. I used to take the students out to many important University Centres like Delhi, Bombay, Indor, Baroda, Viswabharati, Madras, Pondichery, Trivandram, Mysore, etc. At first the party was small but gradually the number increased.

Before I conclude I add a few lines about our authorities in Calcutta. Politics has taken its toll. They do not come forward to develop the Dept. All junior Depts. have Professors to man the studies, but our Dept. though perhaps oldest, with better staff & largest intake, have no Professor as Head. I was the first Reader, Secy. P.G. Council, Dean of the Faculty, all in one. Now things have changed. Even Headship is rotating every two years. Future will prove if the changes introduced will bring better results. My only satisfaction is that after a decade of struggle I have been able to introduce Masters degree in Library and information Science. There are many other points but I must stop, as our space is limited. Contact with students, with more educational organisations makes one more sound in every respect. I hope that our Dept. will grow with the help of the authorities and lead the country.

JAI HIND.

The first librarianship diploma started in 1935 in the Imperial Library of Calcutta. Prof. Subodh Mukherjee reads his experiences of the Library and Information Science Department and relates how it has changed with the advancement of science and technology.

SOME OBSERVATIONS ON PLANNING EDUCATION FOR LIBRARIANS

KAMAKHYA GOBINDA CHANGDAR

This is not a blue-print laying down in detail a scheme for the education of future librarians. This is just a modest endeavour to draw the attention of the authorities in the field to certain factors and circumstances that should be taken into account at the time of restructuring education for the librarians.

At the very outset I apologize to all concerned for making certain observations which may appear to be blatantly heretical.

In these days when the sky is rent with slogans of the type of "job-oriented education", it may appear extremely obscurantist to say that a distinction should be made between education and a course of training with the object of making some people fit for a certain job or jobs. For, the definition of education has not changed much over the years. It meant and still means the drawing out of the faculties in individuals for their maximum possible development so that an individual in course of his life attains full physical, mental and spiritual development possible for him, leading to a harmonious and integrated personality. The slogan of job-oriented education is anything but compatible with this concept of education.

On the other hand, the modern age of industry and technology has reached such a stage of specialization that it has become imperative that the education system must produce persons trained to specifications laid down by the needs of the machine age.

This dichotomy between the aims and objectives of education on the one hand and the needs of the mass-production economy and machine-dominated industry on the other hand has been spelling confusion in the field of education for some time. Ways and means must have to be found out to harmonize and reconcile this conflict in the sphere of planning education for librarians, too.

Whenever we speak of planning for education, we have to think of a syllabus and curriculum through which the plan objectives may be realized.

But before a curriculum is planned we must be very clear in our minds that the curriculum is not the end in itself, but it is only a means for realising the end.

Now, in the case of planning education for librarians, what is the objective that the curriculum should strive to realise ? The objective is, broadly speaking, what we expect the librarians to be and to do, the librarian being the chief officer of the library. Therefore our expectation of what a librarian should be is linked to our concept of the library—what it is, what it should be and what it does and should do.

Some time ago a seminar on Planning Education for Librarians was held under the auspices of the British Council where the guest speaker was Dr. Foskett. After his speech, devoted to the history of the evolution of teaching library science in England, there was an animated question-and-answer session. It was there that I became aware for the first time of the need for stating what constitutes the theme of the present article. What struck me at the seminar was the pre-occupation of everybody with the details of the syllabi, the distribution of topics in the various papers and the methods and technique of teaching, methods of evaluation etc. But there was a total lack of curiosity as to the aims which these methods and techniques were supposed to achieve. At the end of the session I made bold to ask Dr. Foskett whether he thought that librarians were mere feeders of information. In my opinion, I stated, librarians were not mere library technicians or feeders of information, but they were leaders in the sphere of preserving and fostering human culture and civilization, crusaders in the struggle for safeguarding the values of life. And, if that be so how could a curriculum burdened with techniques and methodology be deemed to be fit and proper for educating librarians ? A broad-based liberal education must be the foundation of any plan for the education of librarians. Dr. Foskett said that he entirely and whole-heartedly agreed with me. But there the discussion ended.

If one scans the major library journals, one would find that most of the important articles are devoted to the discussion of the techniques and methodology and to the problems of automation. And one could also notice a management slant in discussions about the organisation and administration of libraries.

Collateral to this phenomenon of absorbing interest in the technical aspect of librarianship, there is the invasion of the terms, 'information science', 'information service' and 'information officer'. This development is very significant. The old familiar term 'librarianship' is fast becoming

obsolete, the usurper being library-and-information science/service.

These developments are part of the pervasive, universal phenomenon of gradual erosion of values coupled with the tyranny of technology. It is not now so much the values of life but technology and its needs that ever-increasingly dictate the shape of things to come. What happens in the field of librarianship is also a straw in the winds of the global trends.

I think the time has come to state emphatically that in the field of librarianship the values, the aims and ideals are more important than the techniques and methods; that information service is no substitute for librarianship; that library science is no substitute for librarianship; that nothing shows such utter lack of discernment and discrimination as an attempt to equate an information officer with the librarian.

There is a fundamental difference between the concept of 'information service', 'information officer' and that of librarianship and librarian.

The aim of information service in short, stripped to bare essentials, is to save the time of a particular class of people by feeding them required information and data with as little loss of time as possible, and the rest of information science and service is taken up with how to do it. Viewed in the correct perspective, then, information service is nothing but a new kind of secretarial service to those who are in need of it, the information officers are a new breed of secretary-assistants however technical or complex the job may be.

But to save time is not the goal of librarianship; it is an organisational and administrative aspect of librarianship. The proper administration and organisation of the library which has among many other objectives the saving of time for the readers cannot be the goal of librarianship. The supreme goal of librarianship is almost identical with that of education itself the fullest possible realization of the potentialities in each individual, enabling him to achieve the harmonious development of an integrated personality. Librarianship does this by, among other things, bringing the university within the reach of every member of the community, provided he has the ability to read, write and comprehend what he reads and has the will and capacity to self-educate himself.

Thus, there is a world of difference between the concepts of information-service and librarianship. Librarianship is value-oriented whereas information service is technology-oriented. In the prevailing context information service may be regarded as a specialised extension of librarianship.

In this connection, I am reminded of a remark, a very apt and pregnant

remark, which was made by Dr. Nihar Ranjan Roy, a scholar of great distinction, an academic who had also distinguished himself in his early career as a librarian, during the inauguration ceremony of the opening of the M. Lib. Sc. course in the Department of Library Science, Calcutta University. He remarked that the object of the M. Lib. Sc. course should be not to turn out library technicians but librarians, and teachers and scholars in Library Science. He made his statement more explicit by drawing an analogy to the distinction between 'masons' and 'architects' in civil engineering.

I am not concerned here at this moment with what the object of the M. Lib. Sc. course in particular should be but this distinction between library technicians and librarians is very vital in the context of planning education for librarians.

Libraries are not merely store-houses of information but they also preserve, foster, nourish and advance human civilization. Libraries are a chain of communication not only between individuals of the present generation, but a chain linking the present to the past and projecting the present into the future. Librarianship, through the libraries, operates on three distinct levels-individual and international or universal and human.

To sum up : the library is far from being merely an information centre; librarianship is not library science, it is not information science either : one is value-oriented, the other is technology-oriented; the librarian is not a library-technician, (although he is conversant with the techniques) nor is he an information officer; education is not merely a training for a job; and the ultimate aim of librarianship is not storage, retrieval and dissemination of information; the ultimate aim is almost identical with the goal of education itself.

Before one actually sets about restructuring education for librarians one should be aware of the facts and circumstances referred to above.

[adapted from Indian Journal of Library Science Vol V, 1979.]

The paper cites some observation on planning education for librarians. It is an endeavour to draw attention to certain factors and circumstances that should be taken into recount.

service. That the applied sciences precede the pure sciences in the chronology of evolution is a matter of common knowledge. In other words theory follows practice in the order of its early development. Like other sciences, library science had to wait till the appearance of Sayers, Bliss and ultimately a Ranganathan to evolve into a true science. But it is Ranganathan alone whose genius not only investigated into the history, development and characters of the subject of the traditional courses of studies pertaining to the discipline, but also succeeded to a considerable extent to place them on truly scientific foundation, discovering the fundamental laws and principles governing their practical manifestation.

It is he alone who provided library cataloguing a linguistical and classification an epistemological foundation. And in order to do this he took upon himself the stupendous one-man task of developing appropriate terminology for these sciences. He did not leave other fields of study such as referee work, bibliography, administration, etc. and every where left the mark of his scientific genius, though may not be so spectacular, as in cataloguing and classification. If Rullmann happens to be the originator of the term library science, Ranganathan may very rightly be acknowledged as the father of library science—science underlined. Incidentally it may be of interest to recall here that the term 'Library Science' was used in all probability for the first time in India at the First All India Library Conference held under the auspices of the Andhra Desa Library Association, presided over by J.S. Khudalkar.

An art according to Herbet Spencer is science in application. The science governing its self manifestation in art, according to Jevoks "....arises from the discovery of identity amidst diversity". As such science is a product of hind-sight an anvikshiki vidya according to the Indian tradition as distinct from Silpa or Technology. We have seen that the diverse library practices put together under the umbrella nomenclative of library science basically retained their highly practical character till today, while sciences then started to appear only during the first half of the present century as a result of the study of the library practices in accordance with the acknowledged methodology of science expounded about four hundred years back. The age of the library art must have had begun with the very first library because it had to be a product of organization. A collection of documents without any organization cannot be called a 'library' in any way. Richardson informs us that, "the putting of like kinds of works in boxes together...is found as early as 2700 B.C. in Egypt and quite early in Crete. The labels of Crete point to a classification of objects if not of

object records." According to Dorothy Norris—"...the catalogs in use in the seventeenth century B.C. were very similar to those which are now in use in the twentieth century A.D.". According to Richardson the earliest keepers of the royal and temple archives indeed possessed such knowledge of organisation as that of shelving or storing, classifying, identifying and labelling. The archaeological findings from the great royal library of Assurbanipal (1668-626 B.C.) at ancient Nineveh show that its keepers used the knowledge classifying, labelling, catalogs, shelving, colaphones, acquisition policies and reprints.

Such practical knowledges as required for bibloigraphical organization in order to achieve control over the collection of documents were naturally transferred through apprenticeship for the purpose of the organisation. Pinakes of Callimachus (250 B.C.) is till now known to be the earliest written work on library organization. Sometime between 282-300 A.D. Theonas, the librarian of Diocletian in a personal letter included in his Constitution by Hambert of Romans. St. Benedict (529 A.D.), Cassiodorees (550 A.D.), St. Colamba (563 A.D.), and some others also formulated strict rules. Carthusians (1094 A.D.), possessed advanced knowledge of copying, collecting, registering and even loans. In 1627 appeared what is regarded by many as the first systematic text book on library economy by Gabriel Naude : *Avis pour dresser une bibliotheque.* The English translation of this work—*Instructions concerning Erecting of a Library Presented to my Lord the President De Messame* ...was published by Hughton Miffin, Cambridge (USA), in 1903. In 1650 was published John Drury's pamphlet on library economy. *The Reformed Librarie Keeper or two Copies Concerning the Place and Office of the Library Keeper, 1649.* Adrien Baillet (1649-1706 A.D.) formulated rules for alphabetical subject catalogue, and in the preface to the Bodelien catalogue (1764) were published a number of rules for cataloguing. In 1560 was published the treatise on library management by Florian Trefler which included a scheme of classification the construction of a five-part catalogue. The requirement for the technical knowledge related to library organization was thus been increasingly felt in reciprocity with the growth of libraries in volume, variety and number. This growing demand for technical knowledge continued to grow more and more with the passage of time being supported by readily growing literature on different aspects of library economy. In 1820 was published Frederick A Eberts *The Education of a Librarian.* In 1877 the First International Library Conference was held in the United Kingdom. Library education was on its agenda. In order

to meet the demand for trained library staff at last in 1887 the first school of education for librarianship at the university level was established by Melvil Dewey at the Columbia University.

In India the first set of *Directions (to the printers) for the arrangement of the author catalogue of the Imperial Library* appeared in 1903. The first text book on library economy published in India was B.H. Mehta's Hints of Library Administration (1913). The first library training centre in India was founded at Baroda by William Allenson Borden in 1911, but not at university level.

So with the library-training course at Baroda making its appearance under the leadership William Allenson Borden in 1911 education for librarianship set its foot in India. But this school did not last for long. Soon after the departure of Borden in 1913 it met its closure. Borden happened to be one of the first students of Melvil Dewey. The next training class in library practice was started by Asa Don Dickinson in 1915 at the Punjab University, Lahore. Dickinson was the Librarian of the Pennsylvania University. He spent 1915 in the Punjab in order to organize the Punjab University library. The training at first for three months, later extended to six months used to be offered every alternate year for nearly two decades. According to Ranganathan "... the training classes in Baroda and Lahore were largely turned on equipping youngmen with knowledge of library routine, for these schools were meant mainly to run the libraries established in their respective areas, the time was not ripe to develop library science as an intellectual discipline" (p. 73). It may be noted as a fact of interest that the age of training in library practice was ushered into India by the two Americans named above. The Andhra Desa Library Association conducted their first training classes in 1920 at Vijayawada. It was initiated at Bangalore under the "Programme of Library Development" by M. Visveswaraya. In 1924 the Indian Institute of Science advertised the post of librarian. The essential requirement of the post as knowledge of at least four languages. The need of trained librarian had thus begun to be felt. In 1928 Ranganathan delivered a course of lectures on Library Science at the South India Teacher's Union held at Sri Meenakshi College (later the Annamalai University) as arranged by the University of Madras. This happens to be a landmark event in the whole history of Library Science for the fact that it is during these lectures he expounded for the first time the Five Laws of Library Science—the truly scientific as well as philosophical bedrock for the whole tradition and future development of library techniques and library services to stand

upon. Madras Library Association was founded in 1928 and a formal School of Library Science, a summer school for training of librarians, first in India according to Ranganathan, was established under its auspices in 1929. This school, in 1931 was taken over by the Madras University. It was a Diploma Course and first of its kind India at the university level. In 1933 the first All India Library Conference was held in Calcutta during 12-14 September. One of the 20 resolutions adopted in the Conference was on encouragement of training in library science and development of trained library personnel. K.M. Asadullah, the then librarian of the Imperial Library delivered two lectures in 1934 and 1935 at the 8th All Indian Public Library Conference held at Madras from 24-26 December 1934, and at the Hooghly Library Training Camp, held at Bansberia in 1935 respectively. In 1935 the Imperial Library in Calcutta started training course in librarianship under the guidance of K.M. Asadullah. 1937 was an important year in the annals of education in librarianship and library science in India. In this year Madras University upgraded its course of studies in library science to a Post-graduate Diploma course open only to library employees. At a meeting of the Council of the Bengal Library Association, held at the Imperial Library, Calcutta, on 7 February, 1937 resolved to conduct a summer course in librarianship under the Directorship of Dr. Nihar Ranjan Ray from the month of May of the same year. It is also the year which witnessed the publication of *Prologomena to Library Classification* by S.R. Ranganathan, the first treatise on the *science* of library classification. The Diploma course in librarianship of the University of Madras was formally inaugurated in 1938. Undergraduates were also admitted to the course meant mainly for library employees. Girls were admitted for the first time to librarianship training course conducted by B.L.A. in 1940. In this year the Punjab University at Lahore also started bi-yearly training classes in librarianship. A Dip-Lib course was introduced at the Benaras Hindu University in 1942. 1943 happens to be a very crucial year in the annals of library education in India. It is in this year that the Inter University Board of India resolved that only graduates are to be admitted to the librarianship courses conducted by the Indian Universities. Bombay University started its Dip. Lib. Course this year.

The course of events as narrated above bear ample testimony to the increasing demand for trained library staff implying also the expansion and development of library service in the country. In response to this demand the Syndicate of the Calcutta University having considered the

recommendations of the Library Sub-Committee resolved on August 17, 1944 that "The University will institute a Diploma Course in librarianship every year. "The course including the examination will extend over one year beginning in the month of January". "Not more than 15 students" were to "be admitted to the course every year." "Admission to the course" was to "be open to the graduates only". "The course and the examination" were to 'be conducted according to the syllabus prescribed in the Regulations." A Librarianship Training Committee" was to "be appointed annually by the Syndicate." The duties of the Training Committee included—recommendation to the Syndicate in respect of the course of study for examination for the Diploma in Librarianship, text and reference books as required; selection of students for admission; making necessary arrangement for running the course in Librarianship; and recommend names of examiners. The Librarianship Training Department placed with the Faculty of Arts was to remain with the Library Department for the purpose of administration. This set-up continued till 1958-59 session when the Department was separated from the Library Department at the request of the Librarian in view of heavy increase of work load in both the Departments. A separate Faculty for Post-graduate study in Library Science was created and the Department of Library Science was placed under it. The Faculty Council for Post-graduate studies in Library science and department of Library Science were to be governed by the appropriate provisions of (1) The Calcutta University Act, 1966; (2) The Calcutta University First Statutes, 1966; and (3) The Calcutta University First Ordinances, 1966 (Ordinances passed by after 18th September, 1968—appointed day). Prof. Amalendu Bose was the first Dean of the Faculty of Library Science. On April 1, 1973 Sri S.K. Mookerjee, the then Head of the Department, was unanimously elected the next Dean following the retirement of Prof. Bose. The Head of the Department was also the Ex-officio Secretary of the Post-graduate Faculty Council of Library Science. There was a Board of Studies attached to Department of Library Science. In 1977 all the Statutory Bodies of the University were superceded by promulgation of an ordinance by the State Government. The Faculty for Post-graduate Studies in Library Science was abolished as a consequence, and in the new Act, Statutes and Ordinances that followed it has been placed under the newly created Faculty for Post-graduate Studies in Education, Journalism and Library Science. Under the present Act, Statutes and Ordinance a separate body in the name of Department Committee has been created beside the traditional Board of

Studies to look after the day to day running of the Department, while the functions of the Board of Studies continue to remain confined to academic issues.

From the date of its inception till 1958-59 the teaching activities in the Department used to be conducted by a contingent of Part-time Lecturers. In 1958-59 for the first time two posts of Lecturer were created under the Second Five Year Plan. During the next five Plan-period a total number of posts - 3 Readers, 6 Lecturers were created of which 2 posts of Reader and 2 posts of Lecturer are lying vacant.

The Department began with one-year Diploma course in Librarianship. The successful candidates were admitted to the Diploma in Librarianship The Diploma course was replaced with the Bachelor of Library Science course in 1968. The previous Diploma course was a one-year evening course in order to facilitate working librarian to join the course in larger number. Classes were held between 5 p.m. and 9 p.m. The present Degree course is also an evening course maintaining the same time-table. It may be of some interest its note here that between the first Bachelor of Library Science Degree course introduced at Delhi University in 1946 and replacement of the Diploma in Librarianship by the Bachelor of Library Science Degree at Calcutta University in 1968. B. Lib. Sc. course had been introduced in as many as 27 Indian Universities and including 16 Universities converting their Diploma courses to B. Lib. Sc. Courses. In many universities the nomenclature of the degree has further been changed into Bachelor of Library and Information Science. It is still awaited in the Calcutta University.

The first Master Degree course in Library Science was introduced at Delhi University along with Doctoral programme—the first of its kind in the Commonwealth—in 1946. In 1949 a two-year Master Degree programme was introduced at Delhi University replacing the previous B. Lib. Sc. programme. After the departure of Ranganathan in 1955 the course remained in suspension till resumption in 1959-60. At present the Master of Library and Information Science course at the Delhi University is an one-year programme. In the Calcutta University the Master of Library Science course was introduced in 1973 and the first session commenced in 1974. It is a two-year whole-time day programme and the only one of its kind in India. It is at par with other Master Degree programmes of the University. At the time of its introduction it happened to be the only Master Degree course in Library Science in the Eastern India. It may be recalled in the context that between 1946 and 1973

Master Degree in Library Science had been introduced in as many as 8 other Universities.

The first Degree of Doctor of Philosophy in Library Science was awarded by the University of Delhi in 1948. The Doctoral programme in the University of Calcutta was introduced in 1982. But prior to the official introduction of the programme one candidate was admitted to the Doctor of Philosophy in Library Science in 1980 under the special power of the Vice-Chancellor.

The Diploma course in Librarianship was instituted at the University of Calcutta in 1945—the year of commencement—with the provision to admit 15 students in an academic session beginning in the month of January every year. With the passage of time in keeping view with the growing demand number of students to be admitted each year gradually increased. Usually 20-30 students used to be admitted to the course in each academic session during the early years of the course. The number reached 40 subsequently. In 1957 the Government of West Bengal requested the University to double the number of seats and agree to bear the additional expenditure to be incurred on account of the increase of seats on 50:50 basis. The University agreed and 80 students were started to be admitted in 2 sections from the academic session 1958-59. The intake of students was further increased to 90 and then from 1968 onwards to 100 per session. At present the minimum qualification for admission to the B. Lib. Sc. course is a Bachelor Degree with Honours or Master Degree in Engineering, Medicine or such other Technical Degree of a recognised university. The selection of candidates for admission is made strictly according to merit on the basis of the results of an admission test conducted for the purpose.

The M. Lib. Sc. course started in 1974 with intake of 10 students per academic session of two years duration. In 1988 the number of students to be admitted was increased to 15 under orders of the Syndicate. The minimum qualification for admission to M. Lib. Sc. course is a Bachelor Degree in Library Science or Library and Information Science.

We have seen that training for Librarianship was introduced in the subcontinent by two Americans Librarians, namely William Allenson Borden and Asa Don Dickinson. The first formal course for the training of Librarians was also opened by Melvil Dewey at the University of Columbia in USA. Ranganathan received his formal education in Librarianship in UK. So also did the famous scholar Librarian of Calcutta University the late Dr. Nihar Ranjan Ray and his successor the late

Biswanath Banerjee. When the Post-graduate Diploma course was instituted in the University of Calcutta Mr. Banerjee was the librarian and In-charge-of-the-course. For framing the syllabus of the new Diploma course it was therefore very likely to look up for guidance to syllabi which were been followed at the University College in London and the Library Association of UK. These syllabi were very similar to those which were then being followed in as many as 34 accredited library schools in USA. It was therefore natural that syllabus for Dip-Lib course which was adopted by the Syndicate in its meeting held on August 17, 1944 in spirit and content should be alike those being followed in UK and USA. A brief outline of this syllabus is given below :

1.	Classification-Theoretical	75	Marks
2.	Classification-Practical	75	Marks
3.	Cataloguing-Theoretical	75	Marks
4.	Cataloguing-Practical	75	Marks
5.	Library Organisation and Administration	100	Marks
6.	Bibliography and Book Selection	100	Marks
7.	Reference Service	100	Marks
8.	General Knowledge	100	Marks
9.	Languages	100	Marks
	Total ...	800	Marks

Any two languages other than the candidates mother tongue were to be offered. Not more than one language was to be selected from one of the following groups—

Group A	Group B	Group C
(a) French	(a) Bengali	(a) Sanskrit
(b) German	(b) Hindi	(b) Arabic
	(c) Urdu	(c) Persian
	(d) Assamese	(d) Latin
		(e) Greek

It is in Paper IX-language that we find a clear departure from the Western line in conformity with the demands of the Indian academic conscientious and literary warrant. Subsequently, however, the scope of selection was narrowed down and students were allowed to take any of the languages—French, German, Russian and Hindi. In 1968 this syllabus was changed as follows consequent upon the replacement of the Diploma course by the Bachelor Degree course :

1.	Classification-Theoretical	100	Marks
2.	Classification-Practical	100	Marks
3.	Cataloguing-Theoretical	100	Marks
4.	Cataloguing-Practical	100	Marks
5.	Library Organisation	100	Marks
6.	Library Administration	100	Marks
7.	Bibliography and Book Selection	100	Marks
8.	Reference Service & Documentation	100	Marks
	Total ...	800	Marks

The new syllabus retained the structure of the earlier syllabus of the Diploma course almost in fact with some changes in the matter of distribution of marks and with the exclusion of the language paper the expediency of which may not be unquestionable in consideration of the character of the Indian Library World.

A revision of the syllabus of the B. Lib. Sc. course (1968) has been taken up by the Department.

The Master Degree course in Library Science was initiated in Calcutta University in 1974. The syllabus of the course is given below :

Paper

1.	Classification-Theoretical	100	Marks
2.	Cataloguing-Theoretical	100	Marks
3.	Bibliography	100	Marks
4.	Reference Service	100	Marks
5.	Documentation & Information Retrieval	100	Marks

6. Library Planning
7. Book; Its history including Book trade
8. (i) Literature of Humanities and Social Science — 50 Marks
   (ii) Literature of Science and technology — 50 Marks
9. (i) Public Library System
   (ii) Academic Lib. System
   (iii) Special Library

The course contents for B. Lib. Sc. and M. Lib. Sc. of the University of Calcutta were in many ways richer than the course contents as suggested by Ranganathan and others in 1964.

The syllabi of the Department have become in many ways dated, although they were well upto-date and in some way richer than other similar courses when they were introduced. During the past ten-fifteen years more than one attempt of remodelling the syllabi could not materialize. A sub-committee formed by the Board of Studies of the Department has completed the preliminary work of revising the syllabi, which have been implemented from 1998-99 session.

[Reprinted with modifications from Golden Jubilee Celebration Souvenir of Department of Library Science, University of Calcutta.]

The paper explains the fact that the theoretical contents of the discipline are still very poor, what are being offered as theories are infact accounts of the practicals, and probably find is one of the major reasons why till date there is no universal agreement about the nomenaclative of the discipline as library science and library economy, librarianship and library science.

COMPUTER APPLICATION TO LIBRARY AND INFORMATION SYSTEM

PIYUSH KANTI MAHAPATRA

The concept of modern Library and Information system has been changed during last few decades because of the exponential growth of Literature in all fields of human knowledge and the ever-increasing number of documents in each subject area. Such growth has been creating problem for selection, acquisition, organisation and service in libraries and information centres. Libraries are becoming a part of a large information infrastructure. There is a growing demand for information, where generation, collection, retrieval and dissemination of information through the creation of data bases and systematic information through the creation of data bases and systematic information services are essential.

The magnitude and complexity of documents and information already in existence as well as those being continuously generated and the intricacies of accompanying problems have been creating much difficulty in Library and information system. The need for mechanical devices was felt because of the ever-increasing workload. The work must be updated, should be done rapidly and accurately and work must be reliable and efficient.

The computer is an organised and comprehensive memory—it not only stores, but is also capable of disseminating information in the desired format. It can cope with the increasing workload, can work with greater efficiency, can render new services, can help co-operation and centralisation, can help bibliographic search, can retrieve and disseminate information, and can also do many more jobs. Computer is an electronic automatic machine that receives, stores, processes and presents information in desired format.

Mainly two situations in the libraries (i) number of documents and their nature and (ii) characteristics of information and their handling, make their management practically impossible by manual methods only. Sometimes computers are being used in individual libraries, or a large computer centre is organised with a network of online terminals by visual

display units. In the latter system libraries within the system are brought in the network system for information handling. The concept of conventional librarianship has been changed owing to changing patterns of library services and the use of modern technology in library operations.

Since information service-acquisition, generation, storage, retrieval and dissemination of information is an essential part of the library service, the demarcation line between conventional librarianship and information service is disappearing gradually. Library personnel should now be trained as information scientists.

Because of the ever-increasing workload in libraries the routine jobs must be updated and all the arrear work and backlog should be cleared. This may be done by computer with enormous speed and accuracy. In addition to housekeeping procedures, a well designed computer system can render many more services like information storage and retrieval, current awareness service, retrospective searches and the like.

The application of computer is made in two areas-(a) housekeeping routines and (b) information services. The housekeeping routines are—

i) Ordering and acquisitions.
ii) Cataloguing
iii) Circulation control.
iv) Serials control
v) Finance and accounts.
vi) General administration and statistics.

The information services ensure standardisation, more efficiency, smooth organisation, better control over collection, close cooperation, better coordination, and much improved services. The information services are current awareness service, selective dissemination of information, indexing, abstracting, bibliographic services, access to databases, domestic and foreign, and the like. Innumerable computerised databases have been created and are being coming up in more subject areas, particularly multidisciplinary and interdisciplinary subject areas. Information has become a commodity. Processed and collected data, bibliographic and non-bibliographic data are now available on commercial basis.

The horizon of availability of information has been widened and awareness has been created. These situations led to the changing patterns of users' requirement and this caused the promotion of information

services. Library automation is essential for the following reasons.

1. Growth of documents.
2. Users' services.
3. Greater efficiency.
4. Cooperation and resource sharing.
5. Library and information networking.

The computer is capable of enormous information storage. While the data are collected, analysed, collated and processed after being compared with variables, these constitute the mass of information to be exploited and utilised for specific purposes. The cost of storing information in the micro-electronic form is becoming substantially lower, both in respect of storage space and financial considerations. The characteristics of computerised information are accuracy, completeness, comprehensiveness, conciseness, relevancy and timeliness.

Library Housekeeping

Computerisation helps to reduce repetitive tasks and performs them more efficiently and speedily. Once the data are input, the computer can revise and amend them, and thus keeps the information uptodate.

Ordering and acquisition.

This sector of housekeeping functions includes two more activities, helping selection of materials and checking of bills under respective heads. In computer processing, simultaneous jobs may be done through the following files—

Books ordered
Books ordered but not received.
Books orders (that are) overdue.
Reminders to be sent
Books cannot be supplied.
Books received.
Same above and prices checked.
Books accessioned.
Books catalogued.

While the books are catalogued, order entries are withdrawn and order files are closed.

Cataloguing

The application of computer in libraries and use of AACR changed the cataloguing scenario in physical form, heading, entry, bibliographic description, identification of documents, multiple copying. Cataloguing data, filing, catalogue searching, entry points, search strategy and other aspects. Two aspects of cataloguing have been possible—(i) standardisation of catalogue entry with the standard bibliographic description having a unique identification mark for each document with ISBD and ISBN, (ii) shared cataloguing under a computerised library system. The Machine-Readable cataloguing (MARC) and common communication Format (CCF) are the method of international standardisation.

Circulation control

Circulation of documents to users is the life-stream of library service. It is a flow of documents in cycle, but the flow should be controlled by library operations so as to serve users in the best possible way with the avoidable materials in the library. Circulation activities are routine jobs with systematic procedures and operations performable repetitively. The following points are to be considered—

1. To get information about the books to be borrowed, whether in library or not.
2. To identify the documents to be borrowed.
4. To record borrowing particulars.
5. To ensure speedy charging and discharging.
6. To trap reserved documents.
7. To keep record number of books on loan to individuals.
8. To check overdue books and to prepare reminders.
9. To update loan files.
10. To prepare statistics.

Serials control

Serials control comprises complex operations of library activities because of the very nature and characteristics of serials as library materials. The problem relating to three states in serials control is to be considered—the current issues, the retrospective issues and bound volumes. The various aspects like, search problems because of the conflict between the title and the corporate body, the old title and the changed title, changes in frequency, translated title, irregular publications, more than one issue in a single

publication, etc. are to be taken into account. The growing number of serials in individual disciplines and also in multi-disciplinary as well as micro-subject areas are posing bewiddering problems to serials control.

The nature and characteristics of serials demand more detailed records for each title and a large number of transactions per title. Serials control activities are complicated, and these require unique registration of each serial with multi-approach search points and more than one method of documentation.

Computerised serials control system comprises several sub-systems, These are :

1. Inventory-ϕPreparation of lists of serials, designing and implementation of data files.
2. Ordering and acquisition-ϕSelection, ordering and acquisition of serials.
3. Accessions-ϕReceiving, checking-in, placing claim if not received, renewal of subscription, updating of holding records, orders for back volumes, record maintenance, etc.
4. Cataloguing—As required in the library.
5. Circulation—ϕMaking available serial issues, keeping record of circulation, preparation of lists of titles and periodical articles.

Finance and accounts

All budgetary control, financial planning, fund allocation, fund transfer, non-recurring and recurring expenditure, all kinds of accounts are made.

General administration and statistics

Important administrative decisions and records, records for personnel management, inventory control and all management data are kept and retrieved.

Housekeeping policy decisions

Considering the infrastructure, resources, fund available, economy measures and other related aspects housekeeping policy decisions should be taken. There are two alternatives for computerisation. These are :

1. Partial computerisation.
2. Integrated computerisation while switching over to computerised

system, the methods of implementation may be in the following manner.

a) Phased programmes.
b) Parallel programmes.
c) Change-over programmes.

Information policy decision

The following aspects should be considered :

1) Creation of own database with total collection of books.
2) Creation of data base on own serial holding.
3) Generation of bibliographic databases.
4) Creation of databases on special materials.
5) Generation and creation of databases with own holding as well as external sources.
6) Access to databases, local, regional, national and international.
7) Library and information networking and resource sharing.

Planning decisions for computer application

Library automation, in itself, is not a panacea. The computer is a sofisticated machine with complicated components as well as complex processing and communication systems. The cost-effectiveness is of prime importance and that also is inclusive of the human factor. The problem of library automation in our country is more a psychological than a financial one.

Computerisation of the library is a complex, coordinated and integrated organisation of men and machines, planned with vision to adopt new procedures full of new ideas and incorporating latest management principles. It is technological application but technology brings in its trail its own problems which should, however, be solved by human ingenuity.

Before taking decision the management should consider the following points :

1. Whether the computer application is necessary and if so, what kind of computer will be used.
2. Details of jobs to be performed initially.
3. How computer capability will be utilised in future.
4. The library situation as a whole.

5. Whether the change-over will be cost-effective.
6. The work load and job requirements in the library.
7. The kind of library and the requirements of the users.
8. Availability of hardware and software.

If the decision is taken for computer application the following pre-requisities for the change should be taken into consideration :

Awareness—Computer as a product, its capability, users, skills to be developed for innovative practices.

Commitment—The entire library staff must develop interest for changed working condition.

Resources—Human, financial and material resources.

Leadership—It requires the vision, dynamism, determination, persistence and authority to create essential conditions for the change-over and planned technological set up.

Timebound programme—Job specifications, Job schedule etc. must be clearly laid down. At every step, timebound programmes should be drawn up and implemented.

Appraisal and adoption—Assessment of jobs performed, monitoring at every stage, final decision after adoption and rejection of procedures.

Before taking any decision preliminary survey report and feasibility study must be prepared and considered carefully.

The vital consideration is the continuing programmes for training of the library personnel. They must know the environment, the machine and its capability, users, requirements, specific services to users and as a whole, the new concept of work environment.

The paper explains how the concept of Library and Information has been changed during the last few decades. Computer application to the library and information system minimises the hazards and problems of election acquisition, organisation and service in libraries and information centres to a large relevent.

সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক বক্তৃতা

প্রবীর রায়চৌধুরী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সংগঠকরা আমার মতো গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন কর্মীকে সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে একদিকে যেমন আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন, অপরদিকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি ব্যক্ত করেছেন। পুরানো ম্যাট্রিকুলেশন থেকে শুরু করে স্নাতোকত্তর স্তর পর্যন্ত এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা স্তরে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। ছাত্র জীবনে আমার সমাজবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশও ঘটে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে। তাই আমার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও জীবনের দিক নির্দেশের ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ঋণের কোন পরিসীমা নেই।

ব্যক্তিগত কথা আরও একটু বলি। আমার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ভিতটি গড়ে উঠে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সে। এই বিদ্যাচর্চার বৃত্তিকুশলী দিকটি আমার কাছে আরো দৃঢ় হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা কোর্সে। আজ এখানে এসে প্রথমে তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি আমার সেসব শিক্ষক মহাশয়দের কথা যাঁদের কাছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নীহার রঞ্জন রায়, অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দভূষণ ঘোষ, বিমলেন্দু মজুমদার আজ প্রয়াত। আমাদের সৌভাগ্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রমীলচন্দ্র বসু, রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল রায় চৌধুরী, বি. এস. কেশবন আজো আমাদের মাঝে আছেন। এঁদের সবাইকে এবং অন্যান্য যাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগটি গড়ে তুলেছেন তাঁদের সবার প্রতি নিবেদন করছি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা।

আজ এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করছি। আমি গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের কোন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ নই। তাই ঐ বিদ্যা বিষয়ক কোন নতুন তাত্ত্বিক বক্তব্য রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্বোধন অনুষ্ঠান এই ধরনের আলোচনার ক্ষেত্রও নয়। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন সংগঠক হিসেবে কিছু অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা আমি নিবেদন করছি। সময় সংক্ষেপের জন্য গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষাই আমার আলোচ্য বিষয়।

অবিভক্ত বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের শুরু ১৯৩৫ সালে। ঐ বছরে তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা কোর্স শুরু করে। এরপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৯৩৭ সালে শুরু করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্স। ১৯৪৫ সালে শুরু হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা কোর্স। অবিভক্ত বঙ্গদেশই শুধু নয়, সমগ্র পূর্ব ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ শুরু হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে লাহোর, মাদ্রাজ, বেনারস ও বোম্বাইতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ শুরু হয়। আমার দেশে উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমে যখন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অপরিচিত তখন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোর্স চালু করে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহানুভূতির আরও একটি দিক উল্লেখ করছি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রেজিষ্টার্ড অফিস হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে সার্টিফিকেট কোর্সে ক্লাস নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার ফলে দীর্ঘদিন অবিভক্ত বঙ্গদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ভূমিকা ধন্যবাদর্হ।

১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে ডিপ্লোমা কোর্স শুরু হয় এবং যা পরবর্তীকালে ব্যাচিলর অব লাইব্রেরী সায়ন্স কোর্সে রূপান্তরিত হয় তা অনেকটাই গ্রেট ব্রিটেনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের আদলে গড়া। ডিপ্লোমা কোর্সে বর্গীকরণ, সূচীকরণ, গ্রন্থবিদ্যা, অনুলয় সেবা, গ্রন্থ নির্বাচন, গ্রন্থাগার পরিচালনা ও সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে আরও যে দুটি বিষয় তখন পড়ানো হত তা হল একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা এবং সাধারণ জ্ঞান। পরিসংখ্যান বিদ্যার প্রয়োগের ফলে এই বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, Bibliometrics, Informetrics নামক বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে। তথ্যের বৈশিষ্ট্য, উৎস ও পরিষেবা, বিশ্লেষণ ও একীকৃতকরণ, সংগঠিতকরণ, অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ এবং এইসব ক্ষেত্রে প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ নিয়ে Information Science, Information Sources & Services, Information Analysis and Consolidation, Information Proccssing and Organisation, Information Storage and Retrieval, Information Technology—

প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্তমান গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের মূল বিবেচ্য বিষয়। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধা রঙ্গনাথন, বিষয়ের জগৎ, তার বৈশিষ্ট্য ও কাঠামো, গঠন পদ্ধতি, পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরম্পরা নিয়ে যে গবেষণা করেছেন তা বর্তমানে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। উল্লিখিত বিষয়গুলির শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা হচ্ছে তা নয়, এইসব বিষয় প্রয়োগের ফলে গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্র বিস্তৃত ও উন্নত হয়েছে, নতুন মাত্রা পেয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে ভারতের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষণ এই পরিবর্তনের সঙ্গে কতটা সঙ্গতি রেখে চলছে? এক্ষেত্রে ভারতের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে দুটো প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিছু বন্ধু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পুরানো বিষয়গুলি শুধু আঁকড়ে থাকতে চাইছেন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের বিরাট পরিবর্তনকে পাঠক্রমের মধ্যে আনতে চাইছেন না, বা সামান্য কিছু

পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছেন। আর কিছু বন্ধু পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে যে বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে এবং প্রযুক্তি বিদ্যার যে ব্যাপক প্রয়োগ ঘটেছে তার সব কিছুই এই মুহূর্তে ভারতের সব গ্রন্থাগারে প্রয়োগের কথা ভাবছেন। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশটা ভারতবর্ষ। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রভাব ও অসম বিকাশ, অপরদিকে আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগে প্রবেশের ইচ্ছা, এই টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ ও সমাজ চলছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা দেখি শিল্পায়নের নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন মহল এই বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে। আশা করা যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এর প্রতিফলন পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাবে, শিল্পায়ন হলে ছোট-বড় শিল্প গড়ে উঠবে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যার শিক্ষা ও চর্চাও বাড়বে। তবে এই সামাজিক পরিবর্তন ও চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গড়ে তুলতে হবে আমাদের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পাঠক্রম। আমার মনে হয় ভারতে আমাদের বর্তমানে একটি মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে হবে। একদিকে যেমন আধুনিক তথ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার নতুন দিকগুলি গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের নতুন পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, অপরদিকে ছোট-বড় গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহ ও পরিষেবাকে সুসংগঠিত করার জন্য প্রচলিত বিষয়গুলিও পাঠক্রমে রাখতে হবে। স্নাতক ও স্নাতোকত্তর স্তরে কোন বিষয় কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে তা বিস্তারিত আলোচনার বিষয়।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পাঠক্রম রচনাকালে যে ৪টি মূলনীতি অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন তা হল ঃ

(ক) গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা ও গ্রন্থাগার সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে মৌলিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এই শিক্ষণে থাকবে।

(খ) গ্রন্থাগারিক ও তথ্য বিজ্ঞানীর বৃত্তিকুশলী জ্ঞান ও দক্ষতার পরিপূর্ণ প্রতিফলন এই শিক্ষণে থাকবে।

(গ) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান যে একটি বিশেষজ্ঞতা তার প্রতিফলন এই শিক্ষণে থাকবে।

(ঘ) শিক্ষণ পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান, প্রাজ্ঞতা ও দক্ষতা বিকাশের সুযোগ থাকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রম দীর্ঘদিন পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণ হয়নি। শুনেছি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ ইতিমধ্যে পাঠক্রম পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এ কাজে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আশা করি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী যে কাজ শুরু করেছেন তা ত্বরান্বিত হবে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে গবেষণা। শুনেছি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে গবেষণার কাজও শুরু হয়েছে। এই কাজে অবিলম্বে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কোন বিদ্যা চর্চার স্বকীয়তা ও গুরুত্ব শুধু ঐ বিষয়ের উন্নততর পাঠক্রম, শিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত হয় না, ঐ বিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণার উৎকর্ষতার মধ্য দিয়ে প্রতিফিলিত হয়।

এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রযুক্তি বিদ্যা, বিজ্ঞান এবং সম্প্রতি সমাজবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের পক্ষ থেকে কর্ম পরিকল্পনা বা প্রোজেক্ট পেশ করে বিভিন্ন গবেষণা সহায়ক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গবেষণার উদ্দেশ্যে অনুদান পাবেন। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের দিক, যথা, Information Analysis and Consolidation, Information Processing, Information Technology. Bibliographical Control,

প্রভৃতি বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা বা প্রোজেক্ট পেশ করে UGC, ICSSR, DST, NISSAT প্রভৃতি সংস্থা থেকে অনুদান আনার বিষয়ে আমরা কেন উদ্যোগী হব না? বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী কিছু গবেষকের সাহায্য নিয়ে এই ধরনের কর্ম-পরিকল্পনা বা প্রোজেক্ট নিতে পারেন কিনা তা বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি।

তৃতীয় যে বিষয়টি নিয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তা হল শিক্ষণ প্রাপ্ত বৃত্তিকুশলী কর্মীদের নিয়ে। এই বিভাগের যেসব প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তিকুশলী কর্মী হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কর্মরত রয়েছেন তাদের এই বিদ্যার সর্বশেষ অগ্রগতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন ও দক্ষ করাও বিভাগের অন্যতম কাজ। এই উদ্দেশ্যে বিভাগের পক্ষ থেকে রিফ্রেসার্স কোর্স, ওয়ার্কসপ, সেমিনার ইত্যাদি সংগঠিত করা প্রয়োজন।

পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর কাছে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবসময় ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছেন। এই কথা স্মরণে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর বিবেচনার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি ঃ—

(ক) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভাগের নাম পরিবর্তন করে রাখা হোক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ এবং প্রদত্ত ডিগ্রীর নামকরণ হোক ব্যাচিলর অব লাইব্রেরী অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়ন্স এবং মাষ্টার অব্ লাইব্রেরী অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়ন্স।

(খ) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান। শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, হাতে কলমে গ্রন্থাগারের কাজ শেখানো এক্ষেত্রে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। প্রযুক্তি বিদ্যা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন ওয়ার্কসপ, ল্যাবরেটরী, ঠিক একই উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে প্রয়োজন একটি ওয়ার্কসপ-কাম-বিভাগীয় গ্রন্থাগার। বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বর্গীকরণ, সূচীকরণ, সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন, পত্র-পত্রিকা সূচী প্রণয়ন, গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন, অনুলয় সেবা সম্পর্কে শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করবে এই ওয়ার্কসপ ও বিভাগীয় গ্রন্থাগারে। একজন বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বে বই, পত্র-পত্রিকা, অন্যান্য পাঠসামগ্রী ও শ্রবণ-বীক্ষণ উপকরণে সমৃদ্ধ এই ওয়ার্কসপ তথা বিভাগীয় গ্রন্থাগারটি গড়ে তোলা প্রয়োজন।

(গ) বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ইতিমধ্যে কম্পিউটারের প্রয়োগ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পাঠক্রমে ঐ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগারে

কম্পিউটারের প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিভাগে একটি কম্পিউটার ল্যাবরেটরী গড়ে তোলা প্রয়োজন।

(ঘ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা তথা ডিগ্রী কোর্সের শুরু থেকে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের ভর্তির বিশেষ সুযোগ দেওয়া হত। কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের সুযোগ দেওয়ার জন্য শুরু থেকেই সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু হয়। যে কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ঐ বৃত্তিতে কর্মরত এবং ঐ বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে যারা শিক্ষালাভ করেছেন এই ধরনের ব্যক্তিরা অগ্রাধিকার পাবেন এটা যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারনে বর্তমানে এই সুযোগ বন্ধ। গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষ থেকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

(ঙ) আরও একটি বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বিভাগে এখনো গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রফেসরের পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পরে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের কোর্স চালু করে যাদবপুর, বর্ধমান ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করেছেন। শুধু বিভাগের শিক্ষকদের দিক থেকে নয়, বিভাগের মর্যাদার দিক থেকেও এই পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

পরিশেষে, আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, মাননীয় উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী, বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষকবৃন্দ, বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী, আধিকারিক ও ছাত্রবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[ইতিমধ্যে ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিভাগের নাম পরিবর্তন হয়েছে, নতুন পাঠক্রম চালু হয়েছে এবং খুব ছোট করে হলেও কম্পিউটারের ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—সঃ]

Prof. Raychaudhuri relates his memoires and experiences of the librarianship as a teacher. The paper also throws some light on the education for the librarian and information scientists.

A REPORT ON GOLDEN JUBILEE CELEBRATION

BIPLAB CHAKRABARTI* AND ARJUN DASGUPTA**

On completion of 50 years of Department of Library Science of the University of Calcutta, a Golden Jubilee Celebration Committee was formed with Prof. R.N. Basu, Vice-Chancellor of this University, as the Chief Patron and Dr. A. Dasgupta, the then Head of the Department of Library Science, as the Chairperson for a year long programme.

The inaugural ceremony of the Golden Jubilee Celebration was held on 4th December, 1995 at Darbhanga Hall of the University of Calcutta. Prof. Satyasadhan Chakrabarti, Hon'ble Minister of Higher Education, Government of West Bengal, inaugurated the ceremony. Prof. Hiren Mukherjee, eminent Parliamentarian and Chairman, Man Education Programme, Govt. of West Bengal, sent a message as he could not be personally present. Prof. Dilip Basu, presently Vice-Chancellor of Burdwan University, then Hony. Secretary, DST, Govt. of West Bengal was present on this occasion. Many distinguished persons such as Dr. D.N. Banerjee, Director, National Library, Prof. Asok Basu, the then Dean of Arts and Head, Deptt. of Library and Information Science, Vidyasagar University, (presently University Librarian, Calcutta), Dr. S.M Ganguly, President BLA and Vice-President IASLIC, were present. Eminent educationists like Prof. Ranju Gopal Mookherjee, presently Vice-Chancellor of North Bengal University and Prof. Swapan Kumar Pramanik, General Secretary, Calcutta University Teachers Association were present.

Besides above, the important attraction of the inaugural ceremony was the felicitation programme. Prof. R.N. Basu, Vice-Chancellor of this University who presided over the inaugural function gave felicitation award to the retired teachers (whole time, part time or guest teachers) of the Department of Library Science. The teachers who received this felicitation were.

1) Prof. B.S. Kesavan
2) Prof. P.C. Basu
3) Prof. Anil Roychowdhury
4) Prof. Amitava Mitra
5) Prof. Rajkumar Mukherjee
6) Prof. Subodh Kumar Mookherjee
7) Prof. Promod Ch. Banerjee
8) Prof. B.B. Mukherjee

9) Prof. Baidyanath Banerjee Chowdhury
10) Prof. K.G. Changdar
11) Prof. M.L. Chakravarty
12) Prof. Tarun Kumar Mitra
13) Prof. Mihir Bhattacharya

A Golden Jubilee lecture was delivered by Prof. Prabir Roychowdhury, formerly Head of the Department of Library & Information Science, Jadavpur University, and ex-student of the Department.

The inaugural ceremony was lively and warmly appreciated by all and covered well in the media.

The next programme was the ex-Students' Re-Union function which was successfully held on December 1995. Students and alumnis of the Department participated in this colourful programme as performes. The students of the first batch (Dr. P. Singha Roy and Sri A. Mitra) and the oldest nonteaching staff (now retired) of the Department (Sri Chittaranjan Chakraborty) were felicitated by Prof. P.N. Roy, Pro-Vice-Chancellor (Academic). A Memento was released and was distributed to every Golden Jubille member. The students' Re-Union souvenir *Medium* was published.

In the month of January 1996 two lecture programmes were held. On 8th January 1996 Sri Badiuddin Nazir of Gana Sahajjo Sangstha, Dhaka delivered a lecture on National Book Policy of Bangladesh. Dr. Asok Mukherjee, Director, Publication Division, Vishwa Bharati presided over the session. Mr. Subhas Ch. Biswas delivered a lecture on Management of Documents : Users View on 19.1.96.

Prof. R. Satyanarayana of IGNOU delivered a lecture on Value Added Information on 12.2.96.

A one day seminar on "Management of manuscripts" was held on 18th March, 1996 at Darbhanga Hall of the University. The speakers included Prof. Prabir Roychowdhury (Jadavpur University), Dr. P.K. Mahapatra (Calcutta University), Prof. B.P. Mookherjee (Jadavpur University), Dr. Ratna Basu (Calcutta University), Sri Sudhir Das (Asiatic Society), Sri Arun Ghosh (M. Azad Institute of Asian studies), Mr. A.S. Lal (National library) Sri Sunil Behari Ghosh (Bangla Academy) and Sri Kalidas Banerjee (State Archives).

The proposal of formation of Alumni Association of the Department of Library Science was accepted at the General Meeting of the Golden Jubilee members on 15.1.96 and the members of the meeting set up a preliminary committee of 7 members headed by Prof. S.B. Banerjee for making the constitution. The draft constitution was accepted at the General Meeting on 19.3.96 and an Executive Council of 21 members was formed on the day. The name of the Alumni Association was accepted as "Calcutta

University Department of Library Science Alumni Association" (CUDELSAA). A body of office-bearers headed by Prof. P.C. Banerjee (ex-student and ex-teacher of the Department) was unanimously selected as the first Executive Council.

A seminar on Public Library System was held on 10.4.96 at the Darbhanga Hall. The speakers included Prof. Prabir Roychowdhury, Dr. S.M. Ganguly, Dr. B.P. Barua, Dr. P.K. Jaiswal, Mr. R. Satyamurthy, Prof. Bhibuti Bhusan Mukherjee and others.

On 26th April, 1996 a joint venture was taken by the Golden Jubilee Celebration Committee with Calcutta University Teachers Association for holding a seminar on Modernization of Universsity Library at Meghnad Saha Auditorium, Rashbehari Siksha Prangan (Rajabazar Science College Campus), University of Calcutta. Teachers of the University and the librarians of different universities spoke on the occasion.

As a concluding part of the celebration, the Golden Jubilee Celebration Committee initially decided to arrange a two-day National Seminar in May 1996 on "Information in Industry for Development and Self-sufficiency" as seminar topic. Subsequently in another meeting of the Celebration Committee it was decided that the Department of Library Science will organize and host the XVII IASLIC National Seminars instead of holding the seminar of its own. The IASLIC Council and General Body accepted the topic by slightly modifying the original one as "Meeting the Information Challenge for Development and Self-sufficiency". An Organizing Committee was formed with Prof. R.N. Basu, Vice-Chancellor, University of Calcutta as the Chairperson and Dr. Arjun Dasgupta, the Chairperson of the Golden Jubilee Celebration Committee and the then Head of the Department of Library Science as the Organizing Secretary for holding XVII National Seminar of IASLIC.

The Seminar was started at 4.00 p.m. on 10 December 1996 with inaugural song by the students of the Department of Library Science. Welcome address was delivered by Dr. R.N. Basu, Vice-Chancellor, Calcutta University. He emphasised the importance of information all around. He also considered that the theme taken for the seminar discussion was very timely. The IASLIC general Secretary, Sri J.N. Satpathy gave the introductory speech mentioning the importance of the Calcutta University's contribution to the teaching in library and information science. Prof. M.G. Som, the President of the IASLIC delivered the presidential address. Sri Nemai Pal, Minister of State for Library Services, West Bengal and Prof. P.N. Ray, Pro Vice-Chancellor (Academic), Calcutta University, addressed the delegates. Prof. P.N. Kaula, President of ILA, who was also present,

was requested to address the delegates on behalf of ILA. He mentioned West Bengal's contribution to the library movement in the country.

The awards for the librarian of the year (1994) and for the best article among those published in IASLIC Bulletin and Special Publication no. 34 (1994) were awarded to Shri J.L. Haravu and Shri M.M. Kashyap respectively by the President.

Dr. Arjun Dasgupta, Organising Secretary of the National Seminar proposed the vote of thanks.

Afternoon of the second day and the third day of the seminar were devoted to the thematic sessions on the topic of "Meeting the information challenge for development and self-sufficiency" presented on the basis of seven proposition. 51 papers were selected for presentation but 22 were actually presented. The Director of the thematic session was Dr. S.R. Ganpule of Mumbai and Rapporteur General was Sri Arun Ghosh of Calcutta.

SIG meetings were held on 11th. There were five simultaneous meetings. Humanities and Social Sciences groups holding a joint meeting.

A special lecture was delivered by Henry N. Mendelsohn of USIS, New Delhi. There was also a panel discussion on "Information and Productivity in the Society" moderated by Prof. Ranjugopal Mukherjee, Vice Chancellor, North Bengal University.

The concluding session was held in the morning of 13 December. Prof. S. Seetharama presided over. Report of the thematic session was presented by the Rapporteur General and the recommendation were read and discussed and after some modification were accepted by the house.

The valedictory session was then held. Professor Chanchal Majumdar, Director of S.N. Bose National Centre, gave the valedictory address. Prof. S. Parthasarathy presided. On the 13th December, a sight seeing programme was also organised to visit the Calcutta city and sorrounding areas for the delegates. Thus the one year long programme ended with a pleasant note.

[Adapted and modified from the report of the convenor published in the Souvenir of the Golden Jubilee Celebration, 1996 with slight modification.]

* Convenor, Golden Jubilee Celebration Committee, DLIS, University of Calcutta, 1996.
** Chair person, Golden Jubilee Celebration Committee, University of Calcutta, 1996.

This is a report on the Golden Jubilee Celebration activities of the Library Science Department which was inaugurated on 4th of December, 1995 at Darbhanga Hall.

List of Full-time Teachers, Part-time Teachers Guest Lecturers & Office Staff of the Dept. of Library Science, Calcutta University upto 1998

FULL-TIME TEACHERS

Bandyopadhyay	Ratna
Banerjee	P C
Banerjee	Swapna
Chakrabarti	Bhuvaneswar
Chakrabarti	Biplab
Changdar	K G
Dasgupta	Arjun
Mahapatra	P K
Mitra	T K
Mukherjee	S K
Sen	Subir Kumar
Tripathi	Tridib

GUEST TEACHERS

Banerjee Choudhury	B
Bhattacharya	Mihir Kr
Burman	D K
Chakraborty	A R
Chakraborty	Ajoy Ranjan
Chakraborty	M C
Ghosh	Sunil Behari
Gupta	Harish Ch
Kamtkar	J M
Mukherjee	Ashok
Sarkhel	J-K
Sen	Dipankar

PART-TIME TEACHERS

Banerjee	A
Banerjee	A C
Banerjee	B N
Banerjee	S B
Barua	D K
Basu	M N
Basu	P C
Bhattacharjee	S P
Biswas	H G
Chakraborty	A K
Chakraborty	H
Chatterjee	Amitabha
Dantair	Rev Father
Ghosh	G B
Grusera	O N
Halder	P K
Kanjilal	S N
Keshavan	B S
Majumdar	B
Mitra	A
Mitra	S S
Mukherjee	A K
Mukherjee	B B
Mukherjee	R K
Pramanik	S K
Ray	NiharRanjan
Roychoudhury	A K
Sarkar	A
Sengupta	Amalangsu
Sengupta	B
Sengupta	S

OFFICE STAFF

Chakraborty	C R
Chatterjee	A K
Ganguly	J
Dutta	N
Dutta	S
Giasuddin	G K
Singh	B
Payra	K C
Singh	J P

Prof. B S Kesavan
First National Librarian of independent India and Part time Teacher of the Department with the Golden Jubilee members at his residence in New Delhi.

Inauguration of the Golden Jubilee Celebration Programme on 4.12.95

Felicitation of M.L. Chakraborti at the Golden Jubilee Celebration (4.12.95)

Release of 'Medium' a students organ of the DLIS by D.N. Banerjee, Director, National Library on 19.12.95

⇐ Felicitation of B.S. Kesavan on 25.6.96

⇒ Participants and organisers at the students reunion on 19.12.1995.

⇐ Felicitation of Dr. Tarun Kumar Mitra at the Golden Jubilee Celebration. (4.12.95)

⇒ Lecture by Dr. P.K. Mahapatra at the Seminar on manuscripts at the Golden Jubilee Celebration (18.3.96)

⇐ Ex and present teachers of the Department

⇒ Felicitation of Subodh Mukherjee at the Golden Jubilee Celebration (4.12.95)

⇐ Felicitation of B.B. Mukherjee at the Golden Jubilee Celebration (4.12.95)

⇒ Opening song by students at the Students Reunion as a part of Golden Jubilee Celebration (19.12.95)

⇐ Felicitation of Amitava Mitra at the Golden Jubilee Celebration on 4.12.95

⇒ Delegates at the XVII IASLIC National Seminar (11.12.96)

⇐ Delegates at the XVII IASLIC National Seminar (11.12.96)

⇒ Delegates at the XVII IASLIC National Seminar (11.12.96)

⇐
Felicitation of Mihir Bhattacharya at the Golden Jubilee Celebration on 4.12.95

⇒
Felicitation of P.C. Banerjee at the Golden Jubilee Celebration on 4.12.95

⇐
A Seminar organised jointly by CUTA & Dept. of Lib. Science on "Modernisation of Lib. Services" on 26.4.96

⇒
Inaugural address of the Golden Jubilee Celebration by Higher Ed. Minister (Govt. of W.B.), Satya Sadhan Chakraborty on 4.12.95

⇐ Camp office of XVII IASLIC National Seminar, Dec. 10-13, 1996

⇒ Group photo of members of organising committee of XVII IASLIC National Seminar (13.12.96)

⇐ Felicitation of Raj Kumar Mukherjee at the Golden Jubilee Celebration on 4.12.95

⇒ Felicitation of Promil Bose at the Golden Jubilee Celebration (4.12.95)

⇐
Speech by Biplab Chakraborty, Convenor, Golden Jubilee Celebration Committee (19.12.95)

⇒
Audience at the innaugural session of Golden Jubilee Celebration at Darbhanga Hall. (4.12.95)

⇐
Speech by Dr. Arjun Dasgupta, Organising secretary, XVII IASLIC National Seminar. (12.12.96)

⇒
Delegates and Participants at the XVII IASLIC National Seminar

⇐ Address by Prof. R.N. Basu, V.C., Univ. of Calcutta at the innaugural session of the IASLIC National Seminar. (10.12.96)

⇒ Eminent dignitaries at the XVII IASLIC National Seminar innaugural session on 10.12.96

⇐ Delegates and Participants at the XVII IASLIC National Seminar

⇒ Audience at the innaugural session of XVII IASLIC National Seminar on 10.12.99

Guidelines to Contributors

All manuscripts should be addressed to the Hony. Executive Editor, Calcutta University Journal of Information Studies, Dept. of Library and Information Science, University of Calcutta, Ashutosh Building, College Street, Calcutta-700 073. Submission of an article will be held to imply that it has not been previously published and is not under consideration for publication elsewhere. Manuscripts should be legibly written in English or Bengali. Typed or computer print out manuscripts are preferable. Manuscripts may be submitted in electronic form in 3½" in TXT, RTF or WORD. The title should be a brief. Abstract should be accompanied with the manuscripts.

Calcutta University Journal of Information Studies

No 1 **1998-99**

CONTENTS

Price Rs. 50/- only

To be had of
The University Sales Counter
Ashutosh Building, Ground Floor, College Street
Calcutta 700 073.